



সংকল্প

Sankalpa

দ্বিতীয় সংস্করণ  
2nd Edition

আশ্বিন ১৪২৬  
October 2019

# সংকল্প

# Sankalpa

October 2019, Vol 1, Year 2

A community magazine of  
Sarbojanin Puja Utsav of Victoria Inc  
12 Parkview Avenue, Bundoora, VIC 3083  
Email: [enquiry@spuvic.org](mailto:enquiry@spuvic.org)  
Web: [www.spuvic.org](http://www.spuvic.org)

## Editorial Team:

Suranjit Saha

Sujoy Ghosh

Sourav Das

# CONTENT

## WORDS FROM THE PRESIDENT OF SPUVIC MANAGEMENT COMMITTEE

CHAPAL CHOUDHURY

## GODDESS DURGA: THE MOTHER OF THE UNIVERSE

PROF. NIHAR RANJAN SARKER

## শেষ আরতি

অসীম চক্রবর্তী

## JOKES

ANIKET MONDAL

## ফিরে চল মাটির টানে

ডাঃ বিকাশ চৌধুরী

## সঙ্গীত (মা দুর্গা এল রে)

সৌরভ দাস

## MAHALAYA, A CHILDHOOD MEMORY

PURNENDUJYOTI PAL

## DURGA PUJA- OUR CULTURAL HERITAGE

RUDRAKSHA DAS

## SOME ART WORK

## বাংলা নাট্য সাহিত্য ও বেদ-ঊপনিষদ -পুরাণ-রামায়ণ -মহাভারত

প্রজ্ঞাপতি রায়

## SISTER MEANS BLISSFUL SUPPORT

NAOMI DEB

## THE FOX AND THE RABBIT

IPSITA MANDAL

## PRINCESS AND THE GOLDEN APPLE

ADITRI SAHA (AGE 6 YEARS)

## ALLY AND THE MAGICAL DOOR

MRITTIKA SARKER

## SAESHA'S MAGICAL ICECREAM

SAESHA GHOSH

## মহামায়া

ঝুমুর রায়

## MY TRIP TO THE GREAT BARRIER REEF

SHRUTI ROY

## THE CHEATER

SAPNEIL SARKER

## NETBALL

SOHA ROY

## পুজোর স্মৃতি

পপি ঘোষ

## MY HAWAII TRIP

LABONYA PAUL (DEA) (AGE 11 YEARS)

## RANDOM MIDNIGHT THOUGHTS

DEBANNITA GHOSH

## LAST YEAR AT A GLANCE

## COMMITTEE 2019-2020

## SPUVIC EVENTS 2019

## SPUVIC EVENTS 2020

# Words from the President of SPUVIC Management Committee

Chapal Choudhury

It has been a great pleasure to observe the compilation of a beautiful 'Sankalpa' this year by our talented magazine team comprising of Suranjit Saha, Sujoy Ghosh and Saurav Das. They have painstakingly worked to pull together all of your imaginative, creative, fascinating and informative contributions into this thoughtfully curated magazine. Altogether, eleven writings and thirteen drawings/paintings by our children, and ten writings by our respected members have been included in this publication. Additionally, we have published in this Sankalpa, the SPUVIC event calendars for next two years.

As I declared in the first publication of Sankalpa in 2018 *"Let us make our 'Sankalpa', - to make the SPUVIC magazine the soil, where we sow the seeds of opportunity and creativity, which someday will grow into talent blossoming out and spreading beyond our small community's boundary. Let 'Sankalpa' be an inspiration for unleashing your imagination and creativity and allow you to experience the true joy of creation!"* With the publication of this year's Sankalpa, I can now proudly affirm that we are on the right track of achieving that aspiration and would like to consider this as a true sign of 'community in building'.

I sincerely thank all authors and contributors and the magazine team as well the valued sponsors for their generous contributions that have made it possible for us to publish such a wonderful Sankalpa in 2019.

I continue to encourage all our children, including those who have not yet provided their wonderful creations, to become inspired and excited to create more of these imaginative and beautiful works for the next issues of Sankalpa. Particularly, I would like to call on all our members to create more essays and stories that provides insights into all the goods of our cultural heritage and high moral values of Sanatan Dharma that should be practiced and nurtured in Victoria blended with the 'Australian cultures and democratic values'.

Our hope is to see that at least two issues of Sankalpa are regularly published each year, one on the eve of Durgotsav and the second on the eve of Saraswati Puja.

We welcome your feedback to improve and create beautiful, fascinating and resourceful future Sankalpa publications. Let us make it an exemplary and a truly community magazine!

# Goddess Durga: The Mother of the Universe

Prof. Nihar Ranjan Sarker

Illustration by Aisharja Choudhury

In Hinduism, the Goddess Durga, also known as *Shakti*, is the protective mother of the universe. The name of the Goddess Durga comes from the word Durga – meaning ‘fort’ or a place that is difficult to conquer. She is also called ‘*durgati nashini*’ which literally means “someone who eliminates sufferings”.

## Durga’s Appearance

Durga protects the universe and her children from all directions, so she has 10 arms. She is always ready to battle the evil coming from all directions. Thus, she holds ten or more symbolic objects in her hands. She is also called Triyambake or a counterpart of Shiva who is called Triyambaka, the three eyed God. Durga has three eyes. Her left eye represents desire, symbolized by moon. Her right eye represents action, symbolized by sun. And, the middle eye represents knowledge, symbolized by fire.



The Goddess Durga is mounted on a lion that signifies courage. Her red dress signifies passion for the world of devotees and all living beings on the planet.



Durga carries a variety of weapons and other items in her hands that she uses in fighting the evils. Each item has a symbolic meaning that are very important to Hindus. Among the most important items or weapons are:

### The conch shell:

It symbolizes Pranava or the mystic word “Aum” which indicates holding on to the God in the form of sound.



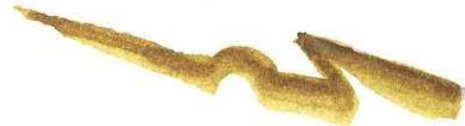


### **The bow and arrows:**

These represent energy - bow and arrow are held in one hand. It represents her control over both aspects of energy – the potential and kinetic.

### **The thunderbolt:**

This signifies firmness in one's convictions. Just as a real bolt of lightning can destroy anything it strikes, Durga reminds Hindus to attack and challenge with firmness and conviction.



### **The Lotus:**

The lotus in Durga's hand, not yet fully in bloom, represents the certainty of success, but not finality. The symbol tells us to stay pure and faithful to our quest for truth and knowledge even the world is full of mud lust and greed.

### **The Sudarshan chakra (discuss):**

This chakra (discuss) spins around the index finger of the Goddess signifying that the entire world is subservient to the will of Durga and revolving at her command. She uses this unfailing weapon to destroy the evil and produce an environment conducive to the growth of righteousness.



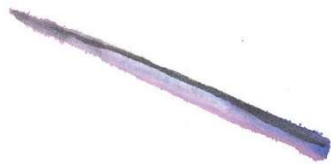
### **The Sword:**

The sword that Durga holds in one of her hands symbolizes knowledge which has the sharpness of a sword. It can discriminate good and bad, right and wrong. Sharp knowledge is free from all doubts and symbolized by the shine of the sword.



### The Trident or Trishul:

It is a symbol of three qualities: Swatta (inactivity), Rajas (activity) and Tamas (non-activity). Goddess uses these to alleviate physical, mental and spiritual sufferings.



### The Spear:

The spear in the hand symbolizes auspiciousness. It was gift from agni.

### The Club:

The club ins Durga's hand represents loyalty and love. The axe bears the power to both create and destroy.



### The Abhoy Mudra:

In one hand, she shows the signal of *abhoy* mudra indicating blessings and forgiveness. Whenever a devotee is in trouble and wants a recess from the sufferings, she gives her blessings and forgives her mistakes.

### References:

1. Shri Gyan Rajhans. The Goddess Durga: The Mother of the Hindu Universe. Learn Religions. January 14, 2015.
2. Shreyashi Das. Know the Story behind the 10 Weapons of Maa Durga. [www.yourgistan.71199](http://www.yourgistan.71199).

## শেষ আরতি

### অসীম চক্রবর্তী

আজ শনিবার দুর্গাপূজা। সমীরের সকাল ৭টায় কাজ শুরু। আর ম্যানেজার আসবে সকাল ৯টায়। ম্যানেজার আসার সাথে সাথে সমীর দোড়ায় গেল দরজায়, “স্যার আপনার সাথে কথা আছে।” ম্যানেজার সমীরকে রুমে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করার আগে সমীর বলতে শুরু করল, “জন, আমি এখানে আর কাজ করতে পারবোনা। এই কার পার্কে সবাই আমাকে ফলো করছে।” বলেই সমীর কাপছিল। জনের বুঝতে বাকী রইলোনা কারণ এরকম স্টাফ জন আগেও দেখেছে।

তাই সময় ক্ষেপন না করে জন জীজ্ঞেস করল সমীরের পরিবারে আর কে কে আছেন। “আমার কেউ নেই, আজ ১২ বছর এদেশে আছি- আমি একা।” সমীর যে বিবাহিত তা জনের জানা ছিলনা। জীজ্ঞেস করল, “তা তুমি একাই থাক?”

“নাহ, আমার দুই রুমমেট আছে। ওরা বিবাহিত এবং একই ফ্লোটে পাশের রুমে থাকে।” সমীর উত্তর দিল।

“তাঁদের নাম এবং টেলিফোন নাম্বার কি দেয়া যায়?” জন জীজ্ঞেস করার সাথে সাথে সমীর খেপে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, “কেন?” জন মুখ কাল করে জানালার দিকে তাকিয়ে থাকল কন উত্তর না দিয়ে।

“লাভপ্রিত আর হারপ্রিত – ওদেরকে আমি হারলাভ নামে ডাকি। নাম্বার – ০৪৩২৩৮৮৭৬। দুজনই পাঞ্জাবের” – উত্তর করল সমীর।

জন বলল, “ঠিক আছে, আজ তুমি ঘরে গিয়ে বিশ্রাম কর – কালকেও আসবে না এবং তুমি আজকের সারাদিনের বেতন পাবে।”

সমীর মা/বাবার একমাত্র ছেলে। অত্যন্ত পড়ুয়া এবং মেধাবী। স্কুল কলেজে সব সময় ক্লাসে প্রথম। ম্যাট্রিক এবং ইন্টারে গোল্ডেন জিপিএ। বাবার দুবাইয়ে ব্যবসা আর মা স্কুল শিক্ষিকা। ভাল পয়সা ওয়ালা। সিদ্দান্ত হল, ছেলের উচ্চশিক্ষা হবে আমেরিকা অথবা অস্ট্রেলিয়া। মেন্সোর্ন ইউনি তে পেয়ে গেল একাউন্টিং এ। ক্লাস শুরুর আগে এসে উঠল বাবার এক বন্ধুর বাসায়। এই ঠান্ডার ভিতর সকাল ৬ টায় বাস ধরতে হয় আর ফিরতে ফিরতে রাত ৯টা। এভাবে কিছুদিন চলার পর বাসা পেল ইউনির কাছাকাছি।

ফেইসবুকে পরিচয় পূজার সাথে। ভালই বন্ধু জন্মছিল। প্রেমের দিকে আগাবার আগে বা দেখা হবার আগে পূজা বিদায় নিল এই জেনে যে, সমীর অস্ট্রেলিয়ান না। পূজার জন্ম মেন্সোর্নে। অস্ট্রেলিয়ান স্ল্যাংগ ব্যবহার করে (যেটা সমীরের জানার কথা নয়) সে বুঝে নিল যে সমীর লোকাল নয়।

প্রথম সেমিস্টার শেষ। দ্বিতীয় সেমিস্টারের মাঝামাঝি এসে পরিচয় সুতপার সাথে। এক বছরের জুনিয়র। জন্ম কলকাতা কিন্তু আট বছর বয়স থেকে মেলবোর্নে। লেখাপড়ার সাথে সাথে সম্পর্কও আগাতে থাকল।

গ্রাজুয়েশন শেষ করে সমীরকে ফিরে যেতে হবে কারণ ভিসার মেয়াদ শেষ হবে। তাই সমীর ভাল রেজাল্ট করে মাস্টারস করার জন্য সমস্ত চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু তাঁর আগে ভিসা বারানোর জন্য অন্য সাজেক্টে ভর্তী হতেই হবে। আর ভর্তী হতে গেলে এক সেমিস্টারের ফি জমা দিতে হবে যেটা প্রায় অস্ট্রেলিয়ান ৪২,০০০ ডলার।

মা শোনার সাথে সাথে লাফ দিয়ে উঠলেন। গত দুসেমিস্টার মিলে প্রায় এক লাখ ডলারের বেশী দেয়া হয়েছে। পরীক্ষা শেষ না হতেই আবার এক সেমিস্টারের টাকা? মায়ের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রিয় পাত্রের উপর একটু সন্দেহ ভর করল। সমীর মাকে যত বোঝানোর চেষ্টা করছে মা তত বেশী সন্দেহ প্রবন হয়ে পরছেন।



মায়ের সন্দেহ এক জায়গায়। খুব সম্ভবত প্রথম সেমিস্টারে সে ফেল মেরেছে বলে আরো এক সেমিস্টার বেশী থাকতে হচ্ছে।

কিন্তু গ্রাজুয়েশন শেষ করে সমীর দেশে একবার ফিরে গেলে আবার অস্ট্রেলিয়া আসা বা মাইগ্রেশনের চেষ্টা করা যে সুদূর পরাহত হতে পারে সেটা মায়ের মাথায় যাচ্ছেনা। অনেক কস্টে বাবাকে রাজি করানো গেল শুধু সেমিস্টারের টাকাটা দিতে। বাকী নিজের খরচের জন্য পার্ট টাইম কাজ করার প্লান করল। ভর্তী হয়ে গেল সাইকোলোজিতে। ভিসা বাড়ানো হল আরো দুবছরের। সব ঠিক মত হলে আর এক বছরের শেষে পারমানান্ট রেসিডেন্সি ভিসার জন্য দরখাস্ত করতে পারবে।

পড়ার চাপ, ভবিষ্যতের চিন্তা আর মায়ের অবিশ্বাস - সব মিলিয়ে ঘুমের ব্যাঘাত হতে লাগল। সেয়ার করতে শুরু করল সুতপার সাথে। তাছাড়া এখানে আর কেউ যে নাই সেয়ার করার মত। সুতপা শুনতে থাকল আর সাহস যোগাতে থাকল। গল্পের ছলে এক সময় দুজনে রাত কাটিয়ে দিল সমীরের রুমে। ক্রমে সুতপা সমীর উপর দখল নিতে থাকল। নিজের সামনে ওর মায়ের সাথে কথা বলার জন্য জোর করল। বোঝাতে শুরু করল সমীরের মায়ের বিরুদ্ধেও।

পরীক্ষা শেষ হবার আগেই চাকুরী দরকার। ইন্টারভিউ দেয়া শুরু করল। পরীক্ষার আগে ম্যাকডনালে ডাক পরলেও সে আগেই বলেছিল পরীক্ষার পরে জয়েন করবে।

খুব ভালই ভালই পরীক্ষা শেষ হল। রেজাল্টের আগে মাস্টার্সে অপশন দেয়া ছিল।

পরীক্ষার এক সপ্তাহ পরে মেকডনালে জয়েন দিল। সপ্তাহে তিন দিন কাজ। রাত আট টা থেকে বারটা অথবা দশটা থেকে ভোর দুটো। তখন মেন্সোনে প্রচলিত ঠান্ডা। সমীর এমনতে ঠান্ডাকে ভীষণ ভয় পায়। সে থ্যালাসেমিয়ার কেরিয়ার। একটু এদিক ওদিক হলেই গলাব্যথা, কাশি, জ্বর হয়ে যায়। কিন্তু কোন উপায় নেই। কোন কারনে মাস্টার্সে না হলে টিউশন ফি জমা

দেয়ার পর ঘরভারা, খাওয়া দাওয়া করতে হবে না।

স্টেশন থেকে বাসা ১০ মিনিটের হাটা পথ। প্রথম দিন কাজ থেকে ফেরার পথে স্টেশনে পৌঁছাল রাত ১২.৪৫। যদিও প্রায় দুবছর মেন্সোনে তবে এত রাত্রে এবং এই ঠাণ্ডায় এই প্রথম স্টেশন দেখা। কেউ শুয়ে আছে একটা ছোট কঞ্চল জড়িয়ে আর কেউ হয়ত কিছু ছাড়া শুধু জামা গায়ে কাপছে। ঘরে এসে একটুও ঘুম হলনা - সারা রাত ভাবতে থাকল বাসা ভারা না দিতে পারলে তাঁর ও স্থান হবে ওখানে।

না - ভয় পেলে চলবে না। এখন দুটা টার্গেট - মাস্ট্রসে ভর্তী আর সাথে কাজ চালিয়ে যাওয়া। মাস্ট্রসে ভর্তীই একমাত্র মায়ের ভুল ভাঙ্গাতে পারে। কিন্তু মাঝখানে কেন জানি মনে হয় সুতপা ঘারে চেপে বসতে চাচ্ছে। না আর না। যে কোন নাক গলানো পরিস্থিতিতে ওকে জানানো হবে - এনাফ ইস এনাফ।

পরীক্ষার রেজাল্ট বেড় হল - খুব ভাল। সাথে সাথে মাস্টার্সের ভর্তীর অনুমতিও পেল। বাস - আর কে ঠেকায়। মাস্টার্সে ভর্তী হয়েই দরখাস্ত করল অস্ট্রেলিয়ার স্থায়ী বাসিন্দার (পি আর ) জন্য। প্রথম সেমিস্টার শেষ না হতেই ডাক পড়ল মেডিকেল টেস্টের। আর মাত্র দু মাসের মাথায় পি আর হয়ে গেল। আর এ ব্যস্ততার ফাকে হারিয়ে গেল সুতপা।

এখন লেখাপড়া থেকে এক পা পিছু হেটে চাই ভাল একটা চাকুরী। মায়ের দাবি, "সব যদি তোমার গল্পের মত সত্যি হয় - তাহলে তারাতারি একটা চাকুরী নিয়ে এসে বিয়ে করে যাও। মেয়ে আমাদের ঠিক করা আছে, শুধু তোমার অপেক্ষা। আর তা যত দেরী হবে তত বুজবো এসব তোমার বানানো গল্প।"

ন্যাশানাল ব্যাঙ্কে চাকুরী হয়ে গেল। মাস্ট্রস শিখিয়ে উঠল। এখন গাড়ী ছাড়া আর চলে না। তাড়াহুড়ো করে একটা ভাল গাড়ী কেনা হল। ম্যাকডোনালের চাকুরী শুধু শনি/রবি বার করতে থাকল। গাড়ী, বিয়ের জন্য বাড়ী যাওয়া,

বউ নিয়ে আসার পর ঘর কেনা- অনেক টাকার দরকার।

চাকুরীর কথা শোনার সাথে সাথে মা বলল – রীতার সাথে কথা বলতে। রীতা বিরাট পয়সাওয়াল ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের একমাত্র মেয়ে। পদার্থ বিজ্ঞানে অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। সুন্দরী এবং ভাল গান করে।

মায়ের নির্দেশ অমান্য করা গেল না। নাম, পরিচয় পড়ার আলাপ শেষ হতেই রীতা প্রশ্ন করল, “আচ্ছা আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?”

“হ্যা বলেন।” উত্তর দিল সমীর।

“আচ্ছা, এতদিন মেম্বোর্নে আছেন। আপনার কোন গার্লফ্রেন্ড নেই? আর না থাকে যদি তার কি কারণ?”

“হ্যা, লেখাপড়ার চাপে হয়ে উঠেছি।”

“নাকি উনাকে পাসে রেখে, আমাকে অফিসিয়াল বানাতে চাচ্ছেন?”- প্রশ্ন করল আবার রীতা।

ওএমজী – এ মেয়ের সাথে বিয়ে? আমতা আমতা করতে করতে ফোন রেখে দিল সমীর। হয় এর চেয়ে সুতপা অনেক ভাল ছিল। পুরা ব্যাপার মা কে জানালে মা বলল – “ঠীক আছে, অন্য মেয়ে দেখছি এবং তবে তোমার ফোনে কথা বলার দরকার পরবে না।” যেই কথা সেই কাজ। মায়ের মেয়ে দেখার মহরা শুরু হয়ে গেল। কোনটা লম্বা তো ফর্সা না, আবার কোনটা সব সুন্দর তো লেখাপড়া কম। এদিকে মায়ের নমনীয়তার কোন লক্ষণ নেই – হাজের হলেও দুবাই ওয়ালার এক মাত্র ছেলে যে কিনা মেম্বোর্নে লেখাপড়া করে মেম্বোর্নেই বিড়াত ব্যাঙ্ক অফিসার।

ফাইনালি মেয়ে ঠীক হল। নাম পাপড়ি। মেডিক্যাল তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী, ডাক্তার মা বাবার একমাত্র মেয়ে এবং খুব ভাল নাচে। আশীর্বাদের পর দুজনের ফোন আলাপ হল।

ব্যাঙ্গ দুজনেই পছন্দ করল দুজনের পরিচয় পর্ব। বিয়ের আগ পর্যন্ত অনেক আলাপ হল। সমীর নিজেকে উজার করে সব জানান দিল শুধু সে যে সপ্তাহ শেষে মেকডোনাল্ডএ চাকুরী করে সেটা জানাল না। কারণ ব্যাঙ্ক অফিসার হয়ে ম্যাকডনালে চাকুরী – কেমন সাথে যায় না।

মহা সমারোহে বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের আট মাস পর স্পয়াউস ভিসায় পাপড়ি এল মেম্বোর্ন। সমীরের বাসা বদলানো হলোনা। একই বাসায় রয়ে গেল নুতন বাড়ী কিনবে বলে। এক ঘরে দুটা বড় বেড রুম সাথে বার্থ রুম। একটা রান্না ঘর আর ফ্যামিলি রুম। পাশের রুমে থাকে একটা পাঞ্জাবী কাপল যাদের সাথে সমীর অনেকদিন ধরে আছে।

প্রত্যেকদিন সমীর কাজ থেকে এসে পাপড়িকে নিয়ে হয় বাজারে যাবে নয়ত হাঁটতে। সবসময় চাই যেন ওর একা না লাগে। কিন্তু প্রত্যেক শনিবার অথবা রবিবার ক্লাবের নাম করে বেড়িয়ে যায়। ফিরতে মাঝে অনেক রাত হয়। হ্যাঁ ক্লাবইতো হবে – নাইলে ব্যাঙ্কতো আর শনি/রবি খোলা থাকে না। তাছাড়া ম্যাকডনালে কাজের কথা আগে বলা হয়নি, তাই এখনো বলা সম্ভব নয়। কিন্তু পাপড়ির মনের ভিতর কি একটা সন্দেহ দানা বাধতে থাকল। একদিন পাপড়ি জীজ্ঞেস করল, “আচ্ছা, সারা সপ্তাহ তুমি কাজ করে সন্ধ্যায় ফের, আমি সারা দিন ঘর বন্দি একা। সপ্তাহ শেষে দুদিন – তাও একদিন আরো রাত করে ফের। একবারো কি আমার কথা চিন্তা কর?”

সমীর উত্তর দিল, “দেখ, ক্লাবে আমি মজা করতে যায়না। ওখানে ক্লাইন্ট রা আসে আর আমাকে তাঁদের সময় দিতে হয়।”

পাপড়িকে ব্যাস্ত করানোর জন্য তাঁর লেখাপড়া শুরু করার সমস্ত চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু এখানে ওর প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। দেশে দুবছর মেডিক্যালের মূল্য তো নেই বরং মেডিক্যালে ভর্তী হবার কোন সম্ভাবনাও নেই।

দুর্গা পূজার মাত্র এক মাস বাকী। পাপড়ির মা বলেছিল, সমীর সহ এসে এবারের পূজাটা দেশে করে যেতে। কিন্তু সমীরের ছুটি পাওয়া অসম্ভব। তবে পাপড়িকে কথা দিল, মেলবোর্নেও সে দেশের পূজার মতই আনন্দ করবে। হলোও তাই – মেলবোর্নে বাংলাদেশীদের পূজার অনুষ্ঠানের নাচ আর পরেরদিন দুজনের আরতির নাচ সবাই কে মুগ্ধ করে দিল।

পরেরদিন সোমবার। সমীর অফিস থেকে ফিরে দেখে পাপড়ি ঘরে নেই। বিছানার উপর ছোট্ট একটা কাগজে লেখা “তুমি তোমার ক্লাব নিয়ে থাক – আমি গেলাম।” কি করবে বুঝতে পারে না সমীর। তাড়ালুরো করে প্রথমে রুমমেটদের ফোন করল। ওরা জানেনা – কারন ওরা এখনো ঘরেও ফেরেনি। পুলিশে জানাল। মাঝরাতে পুলিশ ফোন করে জানাল, আজ দুপুরের থাই এয়ারলাইনের ফ্লাইটে সে মেলবোর্ন ত্যাগ করেছে।

কি করবে? তাড়াতাড়ি ফোন করল মাকে। মা জানাল, “আমি দেখছি।” মায়ের ফোনের অপেক্ষায় সারা রাত ঘুম হলোনা। কিন্তু একটা ভয় অন্তত নেই যে অন্য কোন আঘটন হয়নি। মা পাপড়িদের বাসায় ফোন করে কল ব্যাক করল পরের দিন দুপুর বেলা। মা জানাল- “এই মাত্র পাপড়ি বাড়ী ফিরল এবং ফোন করল। অন্য মেয়ের সাথে তোমার অনেক দিনের গভীর সম্পর্ক। বিয়ে না করলেও তাকে সময় দাও বেশী। প্রত্যেক সপ্তাহ শেষে তাঁর সাথে দিন রাত অতিবাহিত কর আর পাপড়িকে মিথ্যে অজুহাত দিয়ে বোকা বানিয়ে রেখেছ। সব জেনে শুনে পাপড়ির বাবা টিকেট পাঠিয়ে ওকে বাড়ী নিয়ে এসেছে এবং ওরা কোর্টের মাধ্যমে তোমার সাথে ছাড়াছাড়ি চাই।”

সমীর কিছু বলে ওঠার আগে মা কান্না জড়িত কণ্ঠে পরে কথা বলবে বলে ফোন রেখে দিল।

দুদিন খাওয়া নেই, নেই ঘুম। কাজে যাওয়া হয়নি অসুস্থ বলে। কাউকে কিছু বলার সুযোগ নেই। পাপড়ির সাথে কথা বলার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ। মাকে যত বোঝাতে চাই মা রেগে গিয়ে বলে, “তুমি ওখানে কি করেছ, কি করছ তাতে

এখানকার লোকজনের কিছু আসে যায়না – আমাদের ও না। কিন্তু এখন তোমার ব্যর্থতার ফলে এখানে এই সমাজে বা দেশে কাউকে মুখ দেখাবার শেষ সুযোগটাও রইল না।”

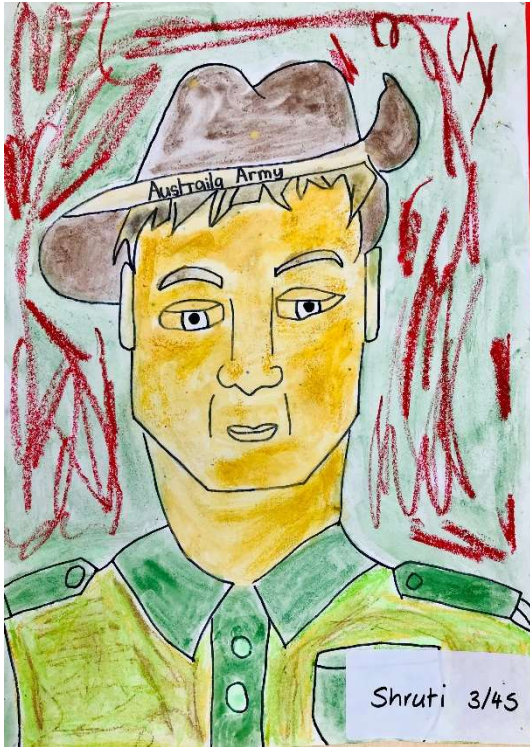
আশেপাশে দেশী বন্দুবান্ধব যারা ছিল তাঁদের সাথে ও দূরত্ত্ব বাড়তে থাকল। রাত্রে ঘুম হয়না আর সকালে অফিসে গিয়েও মন বসাথে পারেনা। একদিন মনে হলো ঐ শীতের রাতে যে ছেলেগুলোকে একটা সার্ট গায়ে ঘুমাতে দেখেছিল তারা নিশ্চয় কিছু খায়। ধীরে ধীরে সমীর সে রাস্তা ধরল। স্মোক থেকে পাউডার এবং টেবলেট পর্যন্ত। ব্যাক্সের চাকুরী গেল। বাকী আছে শুধু মেকডনাল্ডের চাকুরীটা।

এক রাতে শব্দ শুনে রুম মেটরা এসে দরজা খুলে দেখে সে বিছানার উপর দাঁড়িয়ে উপরের চাল কাটছে। জীঞ্জোস করলে উত্তর দিল, কেউ তাকে উপর থেকে ফলো করছে। CATT (Crisis assessment and treatment team) কে জানানো হলে ওরা এসে নিয়ে গেল। কিছুদিন চিকিতসার পর আবার সেই পথে।

শনিবারের পূজোয় এসে বেশ আনন্দ করল সমস্ত পুরানো বন্ধুদের সাথে। আর সবাই রবিবারে বিসর্জনের পর সমীরের নাচ দেখার প্রত্যাশায় রইল। রবিবার সকালে ৭/৮ জন পূজোবাড়ীতে এসেছে মাত্র। হঠাত করে একজনের কাছে কি যেন একটা ফোন এল এবং সে আরো দুজনকে ডেকে নিয়ে বাইরে গেল।

তিন তলার এক কার পার্ক। উপরের তলায় একটা মাত্র গাড়ী পার্ক করা সেটা সমীরের গাড়ী। নীচে পিছনে ফুটপাথের দিকে তাকাতে দেখা গেল দুজন পুলিশ দাঁড়িয়ে। লাল ফিতা দিয়ে ঘেরা, মাঝখানে সমীরের মৃত দেহ উপর হয়ে পরে আছে।

পুলিশের কাছথেকে জানা গেল সমীরের পকেটে একটা চিরকুট পাওয়া গেছে যেটাতে লেখা আছে, “পাপড়ি, তোমাকে ছাড়া শেষ আরতি হবে না।”



Painting by Shruti Roy (age 8 years)

## Jokes

Aniket Mondal (age 8 years)

### The Hungry Cat

There once was a Meerkat  
Who liked to play with a Rat.  
The Rat was beaten  
Then it was eaten and  
the Meerkat caught a Cat!

### The Crazy Battle Tank

There once was a big battle tank  
Which crashed a missile into a bank!  
It hit a boat  
It couldn't even float!  
and then it sadly sank.

## NEED A HAND WITH ACCOUNTING

Let me take things easy Accounting Services

- Tax Returns and Financial Preparation for:
  - Individual
  - Partnership
  - Trust
  - Company
- Bookkeeping
- GST Returns
- Payroll Services
- FBT Returns



**PREMANKUR ROY**  
**MOBILE: 0433 451 350**  
**EMAIL: PREMANKURROY@YAHOO.COM**

## ফিরে চল মাটির টানে

ডাঃ বিকাশ চৌধুরী

মেঘের মেলার মধ্যে দিয়ে ভেসে চলেছি - গন্তব্য কলকাতা। প্লেনের ছোট্ট জানালা দিয়ে যতদূর চোখ যায় শুধু মেঘ আর মেঘ। কখনো মনে হচ্ছে যেন পেঁজো তুলার মতো, কখনো যেন ব্রকলির মতো আবার কখনোবা দেবী দূর্গা বা বাঁশি হাতে শ্রীকৃষ্ণের মতো (SPUVIC এর প্রভাবেই সম্ভবত ঠাকুর দেবতার দর্শন পাচ্ছি বেশি)। মেঘ রাজ্যের ওপরে তেঁতুল মজা কাঁসার বাসনের মতো চকচকে রোদ্দুর। চারিদিকে এই বিশালতার মাঝে আমি যেন ছোট্ট একটা বিন্দু - শুধুই ভেসে চলেছি।

বিদেশ - বিড়ুই এ কর্ম ব্যাস্ততা যেন জীবনকে আস্টেপিস্টে বেঁধে রেখেছে। সংসার, সন্তান, কর্ম, সামাজিকতা সবকিছু সামলে (পড়ুন স্ত্রীর ঘাড়ে সব গছিয়ে দিয়ে) তিন সপ্তাহের জন্য চলেছি কলকাতায় - উদ্দেশ্যে পিতৃমাত্রি দর্শন ও সাক্ষাৎ। তিন বছর ছেলেকে না দেখে বাবা- মা অস্থির হয়ে উঠেছেন - তাই যে করেই হোক সময় ম্যানেজ করতেই হলো। সকাল থেকেই ব্যাস্ততা (কাজের চাইতে স্ত্রীকে উপদেশ বিতরণে কারণ সেটিই সবথেকে সোজা) আর প্যাকআপ করতে করতেই ঘড়ির কাঁটা ছুঁলো বারোটোর ঘর - ডোরবেল এর শব্দ, শম্পা বৌদি হাজির। বৌদি এবং আমার স্ত্রী দুজন মিলে যাবেন এয়ারপোর্টে, আমাকে ফেলে আসতে (কলকাতার ভাষায়)। সকাল থেকেই স্ত্রীর মুখ ভার (নাকি ভুল দেখলাম) এবং বার কয়েক মৃদুস্বরে অনুযোগ করছিলেন "ট্রিপটা শর্ট করা যেত না?" গাড়িতে উঠেই মনটা ভারী ভারী লাগছিলো, ছেলে দুটোর কথা খুব মনে হচ্ছিলো - একজন মেলবোর্নে মোনাশ উনিভার্সিটিতে পড়লেও অন্য জন থাকে হোবার্টে, ইউনিভার্সিটি অফ তাসমানিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রে অধ্যয়নরত। কলকাতায় "আমার বাবা" এবং মেলবোর্নে "আমি বাবা" এর

তুলনা টানতে মনে হচ্ছিলো - স্নেহ আসলেই সর্বদা নিম্নমুখী।

থাই এয়ার লাইনের লম্বা লাইন পেরিয়ে, স্ত্রীর কাছথেকে বিদায় নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ি। ইমিগ্রেশন, কাস্টমসের সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে প্লেনের নির্দিষ্ট গেটের সামনে পৌঁছেতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। বিশ্রাম আসনে বসে মনটাকে চাঙ্গা করতেই ইউ টিউবে গান শোনার চেষ্টা করছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই এল বিমান আরোহনের ডাক এবং বিমান উড্ডয়নের পর সুন্দরী বিমানবালাদের পরিবেশিত পানীয়তে চুমুক দিতে দিতে মনের মধ্যে ইউ টিউবে শোনা একটা গানের সুর বাজছিলো - শুরু হোক পথ চলা, শুরু হোক কথা বলা।

সেই পথ চলার পরিক্রমায় মনের মধ্যে ভেসে উঠছিলো খন্ড খন্ড স্মৃতি - ১৬ বছর আগে স্ত্রী ও ছোট দুই ছেলেকে নিয়ে একরকম কপর্দকহীন ভাবে অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা অস্ট্রেলিয়ার পানে। স্ত্রী বিয়োটেকনোলোজির মাস্টার্স এর ছাত্রী আর আমি ফুল টাইম বেবি সিটার। পরবর্তী দুই বছর হাড়ভাঙ্গা খাটুনি আর প্রফেশনাল পরীক্ষার প্রস্তুতি, আর সেইসঙ্গে ভয়ঙ্কর অনিশ্চয়তা। অবশেষে শিকি ছিঁড়লো, পেলাম স্থায়ী আবাসনের ছাড়পত্র - পায়ের নীচে এক টুকরো জমি। প্রফেশনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শুরু করলাম ফ্রান্সিস্টোনে হসপিটালে ইনহাউস ট্রেনিং। স্ত্রীও শুরু করলেন সেন্ট ভিনসেন্ট হসপিটালে মাইক্রোবায়োলোজিতে চাকুরী জীবন। ধাপে ধাপে ট্রেনিং, প্রফেশনাল পরীক্ষা ও জিপি ফেলোশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমি আজ জীবনের এই পর্যায়ে। আমার অনেক প্রগতিশীল বন্ধুদের মুখে শুনি এটা নাকি "মেধা পাচার" (উন্নত বিশ্বে) ও "সম্পদ পাচার" (অবশ্যই ভারতে)। কিন্তু এই নির্বাসন জীবন কি আসলেই স্বেচ্ছায়? এর পেছনে যে কষ্ট লুকিয়া আছে বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে তা কি ওরা কখনো ভেবেছে? অবশ্যই না। ইদানিং প্রিয়া সাহার মন্তব্য নিয়ে অনেককে কটাফ

করতে শুনি, কিন্তু কথটা মোটাদাগে হলেও এর মধ্যে রুঢ় সত্যতা আছে - জনমিতির পরিসংখ্যান কিন্তু তাই বলে।

থাইল্যান্ডের সুবর্ণভূমি এয়ারপোর্ট বিশাল, চকচকে ও পরিচ্ছন্ন। অনেক স্কাল্পটার ও মুরাল এ সাজানো যার অনেকগুলোই রামায়ণের থিম থেকে নেয়া। কলকাতা এয়ারপোর্ট এর তুলনায় অনেক ম্লিয়মান। দ্রুত চলতে থাকি কলকাতার ফ্লাইট ধরার জন্য কারণ ট্রানজিট মাত্র দুই ঘন্টা। অবশেষে প্লেন ল্যান্ড করলো কলকাতা সুভাষ চন্দ্র বসু বিমান বন্দরে, মামা হাজির ছিলেন গাড়ি নিয়ে - ছুটলাম বাড়ির উদ্দেশ্যে " কেষ্টপুর "। সেই গভীর রাতেও মা -বাবা সজাগ, অপেক্ষমান - তাঁদের সেই স্নেহমাখা আলিঙ্গন ও অনাবিল হাসি ভুলিও দিলো যাত্রাপথের সকল ক্লান্তি।

ঘুম থেকে উঠলাম বেশ দেরি করেই। মার তত্ত্বাবধানে করা মাসির হাতের ফুলকো লুচি, বুটের ডাল আর ডিম ভাজি দিয়ে প্রাতঃরাশ সেরে বের হলাম মামার বাড়ির উদ্দেশ্যে। কেষ্টপুর, সল্টলেকের লাগোয়া, একটা খাল দিয়ে বিভক্ত। শুনেছিলাম খালের পরিবর্তে হবে লেক, উদ্যান ও গাড়ি চলাচলের জন্য ব্রিজ। হাঃহতোষি, দেখলাম সেই পুঁতিগন্ধময় খাল, মনুষ্য চলাচলের জন্য সরু ফুট ব্রিজ আর ভগ্নাবস্থায় খালের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি চলার জন্য তৈরি হওয়া " আংশিক ব্রিজ ", দুইপাড়ে যা আর সংযুক্ত করতে পারেনি। ওটা নাকি প্ল্যান অনুযায়ী হয়নি, আর তাই স্থগিত। নির্বাচনে গণেশ উল্টে যাবার পর এর পাশেই নতুন উদ্যমে কালভার্ট নির্মাণ শুরু হয়েছে - টাকা নো প্রবলেম, দেবে জনগণ গৌরীসেন। খাল পেরিয়ে ৬ নম্বর বাসস্ট্যান্ড, তার পূর্ব ধারে ডি-ব্লকের ছোট্ট বাজার। বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে সেই পুরোনো লেক্কোর -ঝঙ্কর মার্কো বাস গুলো ( ঢাকায় যাকে আমরা মুড়ির টিন বলতাম ) যা এখনো কলকাতার রাস্তা দাপিয়ে বেড়ায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের রিক্সাগুলোর পরিবর্তে

চলছে টো টো। মোড়ের অটো স্ট্যান্ডটা মনে হলো যেন আগের চাইতে ফাঁকা ফাঁকা। ওলা আর উবার এর আগমনে মনে হয় এদের দৌরাঅ কিছুটা কমেছে। রাস্তায় প্রচুর মানুষের ভিড়, যান্ত্রিক শব্দ দূষণ, চলাচলের অযোগ্য ফুটপাথ, যত্র তত্র ময়লা আর জলের পাইপ ফেটে অজশ্র ধারায় জল গড়িয়ে পড়া - না কলকাতা আগের মতোই আছে। CK ব্লকের বাজার পেরিয়ে বাঁদিকে পার্কের মধ্যে দিয়ে যেতে থাকি। বচ্চার জার্সি গায়ে ক্লাব ক্রিকেট খেলায় ব্যাস্ত, অনেক বয়স্ক মানুষ প্রাতঃভ্রমণ শেষে বাড়ির পথ ধরেছেন আর প্রচুর সারমেয় ও তার শাবকেরা মাটিতে গোল্লাছুট ও হা ডু ডু খেলছে - চমৎকার সহাবস্থান। মনেপড়ছিলো আমাদের ঢাকার ভুতের গলির সেই ছোট্ট ফ্ল্যাটের কথা, সরু গলি, ভাঙ্গা রাস্তা আর মুদির দোকানের কথা। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে মামার বাড়ির দিকে অগ্রসর হই।

দেহ ঘড়ির তারতম্যের জন্য খুব ভোরেই ঘুম ভেঙে যাচ্ছিলো। ঘড়িতে দেখি পাঁচটা - ভোরের আলো সবে ফুটছে। ভরলাম এই কাঠফাঁটা রোদ ওঠার আগে প্রাতঃভ্রমণ সেরে আসি। নীচে নেমে দেখি গেটে বড় তলা ঝুলছে। দ্বাররক্ষীকে ডাকাডাকি করে ঘুম থেকে উঠাতেই তিনি বিরক্তিমুখে মুখে বললেন " বাবু আগামীকাল থেকে সাড়ে ছটার পর বাইরে যাবেন" - কথা না বাড়িয়ে বাইরে নেমে আসি। প্রাতঃভ্রমণ থেকে ফিরে বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলাম আর দেখছিলাম পাশের প্রাইমারি স্কুলের একজন দুজন করে ছাত্র ছাত্রী আসছিলো। মনে পড়ছিলো দিদির হাত ধরে আমার সেই প্রাইমারি স্কুলে যাবার স্মৃতি। প্রাইমারি স্কুলটি ছিল কো -এড, আমার এই হাবাগোবা চেহারা আর ভালো স্বাস্থ্যের জন্য দিদিদের কাছে বেশ প্রিয় ছিলাম যেন "আমার ছোট্ট ভাইটি মায়ায় ভরা মুখটি "। প্রাইমারি স্কুলের গন্ডি ছাড়িয়ে সেই দুরন্ত কৈশরের হাই স্কুল, খেলার মাঠ দাপিয়ে বেড়ানো এবং কলেজ জীবনে নটরডেমে কলেজের প্রশস্ত মাঠ, বাস্কেট বল গ্রাউন্ড - ছিল অবাধ স্বাধীনতা। কিন্তু এই পাঁচতলা প্রাইমারি স্কুলের ছোট্ট ছোট্ট

বাচ্চাদের না আছে কোনো খেলার মাঠ, না আছে নিশ্বাস নেবার মতো কোনো খোলা জায়গা। অতএব পথের উপরেই এসেমলি এবং জাতীয় সংগীত গাইতে গাইতে গুরুগৃহ প্রবেশ। সত্যি যান্ত্রিকতার কারণে এরা বন্দি।

পরিকল্পনা ছিল কলকাতার গরম থেকে রেহাই পাবার জন্য সবাই মিলে দার্জিলিং হয়ে সিকিম যাবার। সবকিছুর প্রস্তুতি ঠিকই ছিল কিন্তু বাঁধ সাধলো প্রকৃতি। যাবার দুদিন আগে থেকেই খবর আসছিলো উত্তরবঙ্গে প্রচলিত বৃষ্টি ও বন্যা হচ্ছে এবং তারপরেই এল দুঃসংবাদ - দার্জিলিং সিকিম সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। বিচক্ষণ মামা ঘোষণা করলেন ভ্রমণ স্থগিত - অতএব কলকাতার গরম উপভোগ করা ছাড়া আর কোনো গতি রইলো না। সেই শোক কাটিয়ে ওঠার জন্যই মামা কিনে নিয়ে এলেন রবীন্দ্রসদনে দুটো গানের অনুষ্ঠানের টিকেট। প্রথমটি ছিল শ্রী গৌতম মিত্রের পঞ্চাশ বছর সংগীত জীবনের স্মরণে। তিনি আকাশবাণীর তালিকাভুক্ত প্রবীণ শিল্পী। অনেক বরণ্য ব্যক্তির টুকরো টুকরো স্মৃতিচারণে এবং গানে অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠেছিল মনোজ্ঞ। দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি ছিল বর্তমানের জনপ্রিয় শিল্পী ইমন চক্রবর্তীর একক সংগীতসন্ধ্যা। ইমন যেমন গাইয়ে তেমনি তার স্টেজ পারফরমেন্স - সত্যি উপভোগ্য ছিল সেই সন্ধ্যাটি।

সল্টলেকে থেকে রবীন্দ্র সদনে যাবার সোজা রাস্তা হলো " উড়ালপুল " ধরে। এই উড়ালপুলগুলো (ফ্লাইওভার) চালু হবার জন্য কলকাতার যানজট অনেকটা কমে গাছে। যা হোক ফ্রিওয়ে থেকে বের হয়ে বেশ খানিকটা যানজট পেরিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে দিয়ে রবীন্দ্রসদনে প্রবেশ করি। খোলামেলা প্রশস্ত চত্বর, অনেকগুলো মঞ্চ - প্রত্যেকটিতেই কোনো না কোনো অনুষ্ঠান চলছিল। প্রচুর উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়ে হাত ধরাধরি করে হাটছে, চলছে হাসি ঠাট্টা ও ধূমপান ( আমাদের সময় মেয়েদের মধ্যে ধূমপানের প্রচলন ছিল না )। প্রচুর বয়স্ক লোকজনও আছেন। ঝালমুড়ি,

ভেলপুরি আর "বড় কাপে" (ছোট কাপ যেন হোমিওপ্যাথি ঔষুধের কাপ) দুধ দিয়ে ঘন চা খেলাম। চা খেতে খেতে মনে পড়ছিলো আমার প্রিয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ চত্বর, NX বিল্ডিং, টি এস সি , শাহবাগ, কাঁটাবন মোড় , নীলক্ষেত, ব্রিটিশ কাউন্সিল আর অবশ্যই ফুলাররোড ও কলাভবন কারণ বান্ধবীর (ভুল বোঝার কোনো অবকাশ নেই, ইনিই এখন আমার একমাত্র স্ত্রী) বাসস্থান ছিল ফুলাররোডের ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টারে। আরো মনে পরে এই রোড ধরেই রিক্সায় চেপে ভোরের নীরস ফিজিওলজি লেকচার ক্লাস করতে যাবার প্রবল উৎসাহ ( আসল কথা বান্ধবীর সান্নিধ্যলাভ )। এতদিন পরেও ঘটনাগুলো স্মৃতিতে খুবই উজ্জ্বল।

আরেকদিন গেলাম কলকাতার কাঁকুড়াগাছিতে রামকৃষ্ণমিশন দেখতে। গড়িতে যেতে সময় লাগে প্রায় আধঘন্টা। মিশন অনেকটা বেলুড় মাঠের আদলে গড়া এবং এখানেই রামকৃষ্ণ ঠাকুরের চিতাভস্মের খানিকটা রক্ষিত আছে। ঢুকতেই হাতের ডানদিকে পঞ্চবাটি - প্রাচীন বৃক্ষের বিশাল বাগান। এর বিপরীত পাশেই দীঘি, যদিও এই গরমে এর জল অনেকটাই শুকিয়ে গেছে। একটু এগুলেই বুকশপ, অফিঘর এবং শ্বেতপাথরের প্রধান মন্দির। বেশ কিছুক্ষন মন্দিরে সময় কাটিয়ে গেলাম বুকশপে। প্রচুর বই - বেশির ভাগই শ্রী রামকৃষ্ণ, সারদা মা এবং স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে লেখা বাংলা ও ইংরেজিতে। বই এর পাতা উল্টাতে উল্টাতে অনেকটা সময় কেটে গেল। দুপুর গড়াতেই প্রসাদের নিমন্ত্রণ - ভাত, ডাল, সবজি, পায়েস আর মিষ্টি স্বাদে অতুলনীয়। গরমের তীব্রতা না থাকলে আরো উপভোগ্য হতো সেদিনের ট্যুর।

কলকাতায় গেলাম আর খাবারের কথাখাবার বলবো না, তা কি হয়? বাড়িতে মায়ের ও মামীর হাতের রকমারী খাবার - ইলিশ মাছের পাতুরি,খিচুড়ি,পটোলের দোলমা, বেগুন ভাজি, পাবদা মাছের ঝোল , ট্যাংরা মাছের চর্চড়ি, পুটিমাছ ভাজি সত্যি অতুলনীয়। ফলের মধ্যে খেলাম জাম আর

কাঁঠাল প্রায় দশ-পনেরো বছর পর। ছোট দুই মামাতো ভাই বায়না ধরলো মোঘলাই খাবার জন্য করিমস - এ। সেক্টর ফাইভের বেশ বড় ও পরিচ্ছন্ন হোটেল করিমস। বিভিন্ন কর্পোরেট অফিসের প্রচুর স্মার্ট ছেলেমেয়ে কাজ করছে সেক্টর ফাইভ এ, আর এরাই মধ্যাহ্ন ভোজ সারতে আসেন এই করিমস -এ। প্রচুর তেলমশলা যুক্ত খাবার হলেও স্বাদ অনেকদিন মনে রাখার মতো। কোলকাতায় "ট্যাংরা" নামে একটা যায়গা আছে যেখানে প্রচুর চীনা মানুষের বাস। এদের দেশান্তরের ইতিহাস আমার জানা না থাকলেও ঐতিহ্যবাহী চাইনীজ রান্না কিন্তু জিভে জল আনে।

মার বুকে হৃদযন্ত্র সচল রাখার জন্য পেসমেকার বসানো হয়েছিল বেশ কয়েকবছর আগেই। তা পরীক্ষা করার জন্য যেতে হয়েছিল মুকুন্দপুর রবীন্দ্রনাথ টেগোর হার্ট ইনস্টিটিউটে - মাল্টিডিসিপ্লিনারি বিশাল হাসপাতাল। বহিঃবিভাগে টিকিট কেটে ডাক্তার দেখতে হয়, দালালের খপ্পরে পড়ে প্রতারিত হবার সম্ভাবনা কম যা হরহামেশাই দেখা যায় সাদা- নীল রঙে রাঙানো সরকারী হাসপাতালগুলিতে। মনে পড়ছিলো ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সারারাত জেগে রোগী ভর্তি, ইমার্জেন্সিতে চিৎকার হট্টগোলের মধ্যে মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করা, উপচেপড়া রোগীর ভীড়ে বহিঃ বিভাগে তিন ঘন্টায় ষাট-সত্তর জন রোগী দেখা যা অস্ট্রেলিয়ার মানদণ্ডে কল্পনাও করা যায় না। আরো মনে পড়ে আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের কথা যাঁরা নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও আমাদের শিক্ষাদান করেছেন। শুনেছি এখন দেশে নাকি অনেক মেডিকেল কলেজ কিন্তু মেডিকেল শিক্ষার মানদণ্ড বজায় রাখা যাচ্ছে কি ?

আস্তে আস্তে ছুটির দিনশেষে যাবার দিন ঘনিয়ে আসছিলো। মায়ের কান্না ভেজা চোখ, বাবার হঠাৎ চুপ হয়ে যাওয়া মনটাকে ভারী করে তুলছিলো। কিন্তু এ যেন এক রুঢ় বাস্তবতা - সামনে এগিয়ে যেতেই হবে। জন্ম থেকে এই প্রায়-পঞ্চাশ বছর অবধি

কত সুখ দুঃখ ,হাসি কান্না, মান অভিমান পেরিয়ে এসেছি, হয়তো আরো খানিকটা পথ পেরুতে হবে। স্পুভিকের সুরঞ্জিতের বারংবার তাগাদায় ভেবেছিলাম সংক্ষেপে "কলকাতা ভ্রমণ" লিখে ফেলবো। কিন্তু লিখতে বসে লেখাটা কেমন নস্টালজিক/ আত্মকথা হয়ে গেল। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর আত্মকথনের নাম দিয়েছিলেন " অর্ধেক জীবন "। নামটা আমার খুব পছন্দের। জন্ম থেকে যে জীবনের শুরু অনেকটা পথ পেরিয়ে মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই তার সমাপ্তি বা পূর্ণতা। এই পথকেই অবলম্বন করেই সামনে এগিয়ে চলা আবার শিকড়কে আঁকড়ে ধরা। ফিরতি পথে প্লেন বসে বারবার যেন সেই সুরটিই মনে বাজছিলো - আমার এই পথ চালাতেই আনন্দ।



Painting by Soha Roy (age 11 years)



# সঙ্গীত (মা দুর্গা এল রে ) সৌরভ দাস

ঢাকের বাদ্য বাজে  
মন আনন্দে নাচে  
মা যে এলো মা যে এলো  
আপন করনা তারে  
নতুন কাপড় পরে  
খুশির ভেলাই চড়ে  
মা কে সাজাই মা কে সাজাই  
নতুন অলংকারে  
মা এর অপরূপা সাজ  
নাচবো ধনুছি নাচ  
ছেলে মেয়ে আইনা তেরে  
মা যে এল আজ  
গলা ছেড়ে গা  
সকলে মিলে চা  
শত কণ্ঠের সুরে বাজে  
বল দুর্গা মাই কি জয়  
বল দুর্গা মাই কি জয়  
ও তোরা উলুধনি কর  
কাঁসার বাদ্য বাজা  
পুষ্প বৃষ্টি কর না তোরা  
ভগক্তিতে মন ভিজা  
দেখনা চেয়ে দেখনা চেয়ে  
খুশির জোয়ার  
কে উঁচু আর কে নিচু  
মা যে সবার  
ধুতি পরে সাজ  
শাড়িতে পিন এর ঝাঁজ  
নাচবো আমরা হেসে গেই এ  
সবাই মিলে আজ  
বল দুর্গা মাই কি জয়  
বল দুর্গা মাই কি জয়

## Mahalaya, a childhood memory

Purnendujyoti Pal

Mahalaya, the end of Pitripaksha, and the beginning of Debipaksha. Most of us simply think of the beginning of Durga Puja from the day when we celebrate Mahalaya. The memory of Mahalaya for any Bengali is associated with Birendra Krishna Bhadra's "Mahishasurmardini". Those who were growing up in a Bengali Hindu family in Bangladesh or in West Bengal tuning up 'Aakashbani' radio early in the morning on Mahalaya day, used to be very first ritual task to start of the day. As a child I never understood what Mahalaya signifies, but the overall presentation with variety of songs and chanting 'Chandi Mantras' by a powerful voice Birendra Krishna Bhadra, attracted me a lot to listen again and again. In my subconscious mind several times I tried to copy Birendra Krishna Bhadra with no luck. The more I was trying to memorize the whole episode the more respect I felt for the whole team for all the creativities, dedication and such a well synchronized presentation.

If my memory does not betray me, it used to be from 4:30 AM Bangladesh time "Aakashbani" radio would broadcast the epic Birendra Krishna Bhadra's "Mahishasurmardini". Winter has just setting in, sleeping under the blanket in that early morning becomes sweeter than anything else but Mahalaya presentation was something special, like a magnet dragging us out from that comfort zone. After hearing such a soothing presentation, who tuned 'Aakashbani' channel first used to be talk of the day among us. Needless to

mention that it was my father who always made us proud among our group regarding this matter! At this stage those golden memories make me think deeply about my father's passion, dedication, love and of course enthusiasm on Mahalaya. I strongly believe if you do not have any of those, it's almost impossible to be so perfect to maintain this routine. As the days progressed, radio became an obsolete medium in the form of entertainment for most of us but to me, Mahalaya memories are as fresh as my childhood still!

Back in our home at Nababganj, Dhaka we are arranging Durga Puja since long time back, according to my father it's approaching almost 150 years now! As a host my Durga Puja celebration used to be starting with different things but till today without listening to Birendra Krishna Bhadra's "Mahishasurmardini" cannot even think of starting Durga Puja celebration! In fact, my Durga Puja starts from that day! Mahalaya is becoming more special to me and makes me nostalgic since my father departed in 2014. It is my father who taught us religion as a culture, a festivity, as a platform to show respect for every human being, get blessed with your creativity, to spread love & affection among all regardless any belief. Like every year we are approaching to welcome Maa Durga on earth with Mahalaya on 27th Sep; this indicates the countdown has begun to long awaiting biggest ever festival of Bengali Hindus. Let us all celebrate the Durga Puja with lots of enthusiasm, love & affection in festive mode. May the blessings of Maa Durga shower on us.

# Durga Puja- Our Cultural Heritage

Rudraksha Das (age 12 years)

Durga Puja is an annual Hindu Festival that is celebrated for four days in the Indian subcontinent, especially in the Bengali community in the Eastern part of India and Bangladesh. In recent years Durga Puja is celebrated all over the world in cities where Bengalis have migrated. It is a four days festival for Bengalis and also celebrated as a ten days festival of Dusherra in other parts of India. Durga Puja is also famous as Durgotsava, Navratri etc. The festival commemorates the victory of goddess Durga over the demon god Mahishasura.

## Mahalaya

In Bengal, Mahalaya marks the beginning of Durga Puja festivities. We believe it to be the moment when Durga enters her Paternal home. Not only Mahalaya marks the start of Durga Puja but, the end of Pitri Paksha. It is celebrated one week before Durga Puja and marks the beginning of Devi-Paksha.

## Celebration Days

The four days of Durga Puja celebration are Saptami, Ashtami, Navami and Dashami. It is generally celebrated in the month of October each year. This year's Durga puja will begin on 4th October and will end on 8th October. The four days of Durga Puja is actually the last 4 days of Dusherra.

## Tradition

It is a major festival in the Shaktism tradition of Hinduism across India and Bangladesh. Durga Puja festival marks victory of Goddess Durga in the battle with Mahishasura, the shape shifting, deceptive and powerful buffalo demon. Along with Goddess Durga her children Saraswati, Kartic, Lakshmi and Ganesh are worshipped, although Mahishasura in the form of a beheaded buffalo is also worshiped along with Devi Durga.

## Foods

Our traditional Bengali dishes that we eat in Durga puja are Luchi, Alur Torkari, Tangra Macher Jhol, Shukto, Mutton Biryani, Aloo Potol Posto and Ilish Macher Jhol. Our traditional bengali sweets we eat in Durga Puja are Mishti Doi, Kolar Bora, Nolen Gurer Sondesh (Fig.1), Malpur Chhannar Payesh, Pantua, Rajbhog (Fig.2), Jalebi (Fig.3) and Langcha.



Fig 1 - Nolen GurerSandesh



Fig 2 - Rajbhog (My Favourite)



Fig 3 - Jalebi

### **Durga**

Durga is a ten armed goddess. Her husband is Shiva. She is a warrior against a demon named Mahishasura. Durga has four children named Lakshmi, Saraswati, Ganesh, Kartikeya. She also has a pet tiger named Dawon. Durga can be seen in two forms named Parvati and Gauri. The difference between the two forms is that Parvati is accompanied by a Lion and Gauri is accompanied by a Tiger.

### **Mahishasura**

Mahishasura's father was the king of the asuaras (demons) who fell in love with a princess named Mahishi, who was cursed to be a water buffalo. This is the reason why Mahishasura was able to change between human and buffalo forms at his will. The name Mahishasura comes from the Sanskrit word for buffalo mahish. He never thought a female could defeat him.

### **Interesting facts**

The Durga statue is called an Idol (Fig.4). Beside the Durga Idol there are six other Idols relating to Lakshmi, Saraswati, Ganesh, Kartikeya, Dawon the lion, and Mahishasura. There is a picture of Shiva on top of the Durga Idol. We celebrate Durga Puja in a Pandel (Fig.5). Also we sing, dance and do drama as part of Durga Puja. Did you know? That the lion is the form of the tiger named Dawon.



Fig 4 - Durga ma Idol with Saraswati, Kartic on left and Laxmi and Ganesha on right



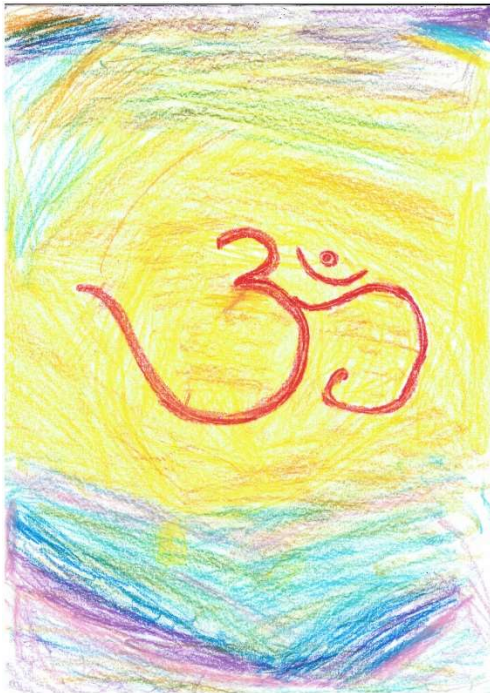
Fig 5 - Durga Puja Pandel in Kolkata

### Summary

After Durga Puja ends, an immersion ceremony named Dasami Bisarjan (Fig.6) is held. The Ceremony guides Durga back from her paternal home to Lord Shiva. Durga lives with Lord Shiva on top of Mountain Kailash. Durga Puja happens once a year and it is a sad moment for all when Durga Puja finishes. However, we continue to wait for next year's Durga Puja.



## Some Art work



Painting by Aditri Saha (age 6 years)



Painting by Drissha Das (age 6 years)



Painting by Sapneil Sarker (age 9 years)



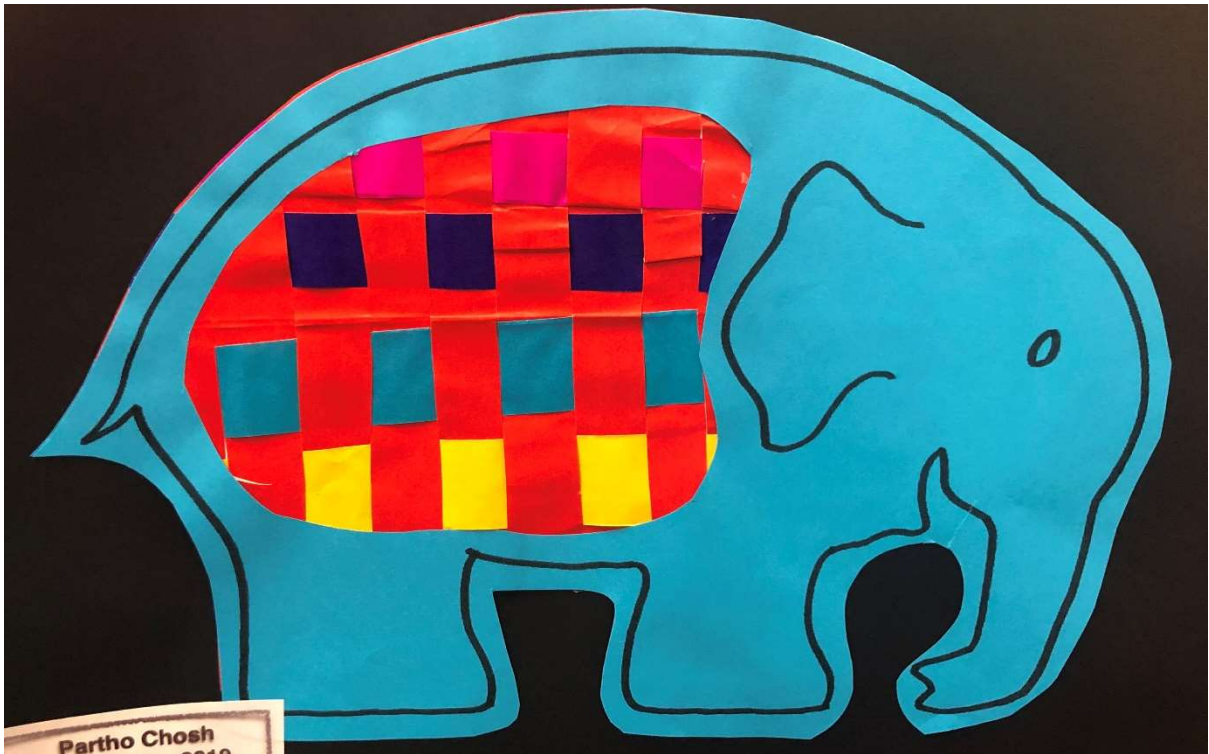
Painting by Rohan Sebastian (age 11 years)

Ganesha Ka Mahtva  
(Importance of Ganesha)

Ganesha is the  
remover of  
obstacles, the  
patron of arts  
and the deva of  
intellect and  
wisdom.



Painting by Jiya Pandey (age 11 years)



Crafted by Partho Ghosh (age 5 years)



Painting by Ahron Sen (age 12 years)



Painting by Aarav (age 7 years)



Painting by Mrityika Sarker (age 11 years)



## বাংলা নাট্য সাহিত্য ও বেদ- উপনিষদ - পুরাণ-রামায়ণ - মহাভারত

### প্রজাপতি রায়

এ যাবত একটা প্রচলিত ধারণা রয়েছে যে, বাংলা নাট্যসাহিত্য পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবের ফল। কিন্তু একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ধারণাটি সর্বাংশে সত্য নয়। বাংলা নাট্য সাহিত্য ও বেদ-উপনিষদ -পুরাণ-রামায়ণ - মহাভারত এবং বৈদিক সংস্কৃতসহ পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবে প্রাথমিকভাবে সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাচ্য প্রভাব এসেছে অনেক পরে। বেদ-উপনিষদ -পুরাণ-রামায়ণ - মহাভারতের ধর্মীয় দিক ছাড়াও এর একটা বিশাল সাহিত্য মূল্যও রয়েছে। প্রাচীন বাংলা নাটকের পুরোধা ও পৃষ্ঠপোষকদের মনে সংস্কৃত সাহিত্য ঐতিহ্যগত ভাবে তো বটেই প্রয়োজনগতভাবেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। অনেক নামী দামী সাহিত্য সমালোচক ও বলে থাকেন যে, ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবেই বাংলা নাটকের উদ্ভব ঘটেছে। কথাটা শুনে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এদেশে ইংরেজি সাহিত্যের প্রচলনের আগে নাটক বলে কিছুই ছিলোনা। অথচ এদেশে ইংরেজি আগমন অথবা ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রচলনের বহু আগে থেকেই সংস্কৃত ও বাংলা নাটকের প্রচলন ছিল। আর সেই নাটকগুলোর কাহিনী থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বেদ-উপনিষদ -পুরাণ-রামায়ণ - মহাভারতে পরিপূর্ণ ভাবে প্রভাবান্বিত ছিল। প্রত্যেক সাহিত্যের একটা ঐতিহ্য থাকে, একটা ইতিহাস থাকে, একটা ধারাবাহিকতা থাকে। আর সেই ধারাবাহিকতা হচ্ছে মাটি- মানুষ আর ভাষার ধারাবাহিকতা। মাটির ধারাবাহিকতায় বাংলা নাটক প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত। মানুষের ধারাবাহিকতায় বাংলা নাটক প্রাচীন ভারত তথা এর পারিপার্শ্বিক দেশসমূহের মানুষের মানস প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। ভাষার ধারাবাহিকতায় বাংলা নাটক ইন্দো-ইউরোপীয় আর্ষভাষার প্রবাহমান স্রোতধারায় অন্তর্ভুক্ত।

বিকাশমান ইন্দো-ইউরোপীয় আর্ষভাষার একটি স্তর হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় আর্ষভাষা। এভাষা বৈদিক ভাষা। নামান্তরে একে বলা হয়ে থাকে বৈদিক সংস্কৃত। এবাসাতেই শ্রুতি হিসাবে আগত বেদ লিপিবদ্ধ হয়েছিল। বিশ্বের ভাষা বিষয়ক পন্ডিতেরা বলে থাকেন যে, বিশ্বের প্রাচীনতম সাহিত্য হচ্ছে বেদ। বেদের সৃষ্টি শ্রুতি হিসাবে লিখিত হয়েছে পরবর্তীকালে। এ হিসাবে বেদের কাল মোটামুটিভাবে খ্রি: পূ: ৩০০০ অব্দ। বেদ চার প্রকার ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব। বাংলা পাক- ভারত উপমহাদেশে নাটকের উদ্ভবের ক্ষেত্রে বেদের একটি বিশাল ভূমিকা রয়েছে। একটি সংস্কৃত শ্লোকে বলা হয়েছে:

“ জা গ্রহ পাঠ্যামৃগ বেদাৎ সমাভ্যো গীত মেবচ  
যজুর্বেদাদাভিনয়ন রাসনাথর্ব নাদপি।”

বর্ণিত শ্লোকটির আনুপূর্বিক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে,

ব্রহ্মা ঋগ্বেদ থেকে বাণী, সামবেদ থেকে গীত, যজুর্বেদ থেকে অভিনয় এবং অথর্ব বেদ থেকে রস গ্রহণ করে একটি পঞ্চম বেদ সৃষ্টি করেছিলেন। এতে শিব ছিলেন নৃত্য, পার্বতী ছিলেন লাস্য এবং বিষ্ণু ছিলেন রীতি আর ভারতমুনি তৈরী করলেন নাট্যশাস্ত্র। ওই নাট্যশাস্ত্রই প্রাচীন ভারতের নাটকের ক্ষেত্রে দিক দর্শনের ভূমিকা পালন করেছে। এ উপমহাদেশে নাট্য সাহিত্যের উৎসব সম্মানে গেলে আমরা দেখতে পাই খ্রি: পূ: ৪র্থ শতকের আগে রচিত হয়েছিল ‘ অমৃত মন্ডন ‘, ‘ত্রিপুরাদেহ ‘ ও ‘তালুব ‘ নাম তিনটি সংস্কৃত নাটক। এরও প্রায় দুই-আড়াই বছর আগে বেদ-উপনিষদ ও সাহিত্যের মধ্য থেকে উপাদান নিয়ে নাটক রচিত হয়েছে অথবা নাটকের ভূগ ওইসব সংস্কৃত নাটকের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। উপনিষদের গার্গী -যাজ্ঞবল্ক - মৈত্রেয়ী র কথোপকথন, যম আর নচিকেতা, শ্বেতকেতুর সাথে তাঁর বাবার কথোপকথন পরবর্তীকালে সংস্কৃত নাটকের উদ্ভবে প্রচুর প্রভাব ফেলেছিলো।

খ্রি: পূ: ৪র্থ শতাব্দীতে পাণিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে অভিনেতা - অভিনেত্রীদের শিক্ষা পদ্ধতি আলোচনা করেছেন। খ্রি: পূ: ২য় শতাব্দীতে পতঞ্জলীকৃত মহাভাষ্যে কংসবধ ও বলিবন্ধ

নামে দুটি নাটকের উল্লেখ রয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারতেও নাটকের কথা বলা হয়েছে। রামায়ণে উল্লেখ রয়েছে যে, অরাজক দেশে নট, নাটক ও উৎসবাদি উৎকর্ষ লাভ করেন। মহাভারতে আছে নট ও নর্তককে উৎসাহদানে করা রাজার কর্তব্য। খ্রি: পূ: ১ম শতাব্দীতে রাজা কণিষ্কের আমলে অশ্বমেধ নামে একজন নাট্যকার সংস্কৃত 'শারিপুত্র প্রকরণ' নামে একটি নাটক লিখেছিলেন। এরপর ৩য় শতাব্দীতে নাট্যকার ভাস 'প্রতিমা' 'অভিষেক' স্বপ্নবাসবদত্তা 'সহ ১৩ খানা নাটক রচনা করে গেছেন। ভাসের পরবর্তী প্রতিভাধর নাট্যকার শূদ্রক তাঁর বিখ্যাত 'মুচ্ছকটিক' নাটক লিখেছিলেন। খ্রিষ্টীয় ৪র্থ শতকে যুগ প্রবর্তক নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটলো। তিনি হলেন বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার মহাকবি কালিদাস। তিনি বেদ-উপনিষদ -পুরাণ-রামায়ণ -মহাভারত থেকে কাহিনী নিয়ে রচনা করলেন 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম', 'বিক্রমবশী'।

এরপর এলেন নাট্যকার শ্রীহর্ষের যুগ। তিনি লিখলেন "প্রিয়দর্শিকা", "রত্নাবলী", "নাগানন্দ", এলেন বিশাখদত্ত। লিখলেন "মুদ্রারাক্ষস" "ভট্টানারায়ণ", "ভবভূতি", "রাজশেখর" "দামোদরমিত্র"। রূপগোস্বামী লিখলেন বেণীসংহার, উত্তর রামচরিত, মালতী মাধব, বলরাম মহানাটক সহ আরো অনেক নাটক। খ্রিস্টীয় ৮ম-৯ম শতকেও বামন ভট্টের পার্বতী পরিণয়, প্রহ্লাদনের পার্থ পরাক্রম সহ বেশকতোগুলো নাটক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে রয়েছে।

সংস্কৃতে রচিত বেদ- উপনিষদ-পুরাণ- রামায়ণ মহাভারতের প্রভাব বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মোটেই অস্পষ্ট নয়। কারণ গ্রন্থগুলো ধর্মীয় প্রভাব বাদ দিলেও বিশাল সাহিত্য মূল্যও রয়েছে। আর তাই বাংলা সাহিত্য নাট্য শাখাও সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের প্রভাব বলয়ের বাইরে থাকতে পারেনি। প্রসঙ্গটি বুঝতে হলে আমাদের চলে যেতে হবে বাংলা নাটকের উদ্ভবের যুগে। দেখতে হবে কখন থেকে বাংলা নাটক লেখা ও অভিনয় শুরু হয়েছিল। ঐসব নাটক কারা লিখেছিলেন? আর নাটকগুলোর প্রকৃতি কেমন ছিল? দেখা যায় বাংলা নাটকের উদ্ভবের যুগে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকের প্রায় প্রথমদিক থেকে শুরু করে দীর্ঘকাল পর্যন্ত সংস্কৃত নাটকের অনুশ্রদ্ধ দিয়েই বাংলা নাটক চলে আসছিলো।

এসব বাংলা নাটকের বেশিরভাগ নাট্যকার ইংরেজি জানতেননা। বরং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বেদ- উপনিষদ- পুরাণ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিল। আর তাঁদের নাটকের কাহিনীগুলো ঐ সব ধর্মগ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল।

১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ান ব্যবসায়ী বা পর্যটক হিরোসিম লেবেডফ দুটো ইংরেজি নাটককে বাংলায় অনুবাদ করিয়ে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। এরপর প্রায় দুই যুগের বেশি অতিবাহিত হবার পর ১৮২২ এ কাশীনাথ তকপঞ্চানন তাঁর পূর্ববর্তী সংস্কৃত নাট্যকার কৃষ্ণমিশ্রের "প্রবোধচন্দ্রদ্বয়" নাটকের বাংলা অনুবাদ করে অভিনয় করান। ১৮৫২ তে গঙ্গাধর ন্যায়রত্ন ও নিজে অনুবাদ করে ঐ নাটকটিকেই অভিনয় করান। এরপর ক্রমাগত ১৯২৫ পর্যন্ত ঐ নাটকটিকে বিভিন্ন নাট্যকার অল্পবিস্তর পরিবর্তন করে অভিনয় করেছিলেন। নাটকটিতে যুগান্তর ঘটলেও রীতি ও আঙ্গিকগুলো মূল নাটককেই অনুসরণ করেছে। মাইকেল মধুসূদন দত্তই (১৮২৪-১৮৭৩) প্রকৃত পক্ষে আধুনিক বাংলা নাট্য সাহিত্যের প্রবর্তক। তিনি ছিলেন যুগান্তকারী প্রতিভা। সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজিসহ পাশ্চাত্য ভাষা সমূহ ও সাহিত্যে সম্পর্কে তাঁর ছিল অসামান্য বুৎপত্তি। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে রচিত তাঁর সাহিত্য কীর্তিসমূহ বাংলা সাহিত্য তো বটেই বিশ্বসাহিত্যেও অমর হয়ে রয়েছে। এহেন একজন সাহিত্যিক বেদ- উপনিষদ-পুরাণ-রামায়ণ- মহাভারতের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে নাটক রচনা করে যশস্বী হয়ে রয়েছেন। তিনি মহাভারতের শর্মিষ্ঠা ও যযাতির উপাখ্যান অবলম্বনে লিখেছেন "শর্মিষ্ঠা" ইংরেজ ঐতিহাসিক টদের রাজস্থানের ইতিহাস অবলম্বনে লেখা "কৃষ্ণকুমারী" নাটকেও তিনি শুভ্রকের মূচ্ছকটিকের দ্বারা ছিলেন প্রভাবান্বিত। তাঁর রচিত অন্যান্য নাটকেও "অভিজ্ঞান শকুন্তলম", রত্নাবলী, "উত্তরঃরামচরিত" "প্রভুতি পুরাণ নির্ভর নাটকের সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে।

বলা হয়ে থাকে মধুসূদনের "কৃষ্ণকুমারী" বহুলাংশে প্রাচ্য প্রভাবমুক্ত নাটক। পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে লেখা শ্রী হর্ষের "কাদম্বরী" নামে নাটকে "বিলাসবতী" নামে একটি চরিত্র আছে। মধুসূদনের "কৃষ্ণকুমারীতেও" ঐ নামেই সমগোত্রীয় একটি নারী চরিত্র রয়েছে। শুভ্রকের

“মূচ্ছকটিক “ এর যৌনকর্মী “বসন্তসেনা “ আর কৃষ্ণকুমারীর বিলাসবতী একেবারেই এক চরিত্র। প্রাচীন ভারতীয় নাটকের অনুকরণে প্রাথমিক যুগের বাংলা নাটকে বিদূষক চরিত্র দেখা যেত। মধুসূদনের নাটকগুলোতেও বিদূষকের উপস্থিতি লক্ষণীয়। মধুসূদনের পদ্মাবতী নাটকে পৌরাণিক কাহিনী সমৃদ্ধ “প্রতিমা”, “উত্তর রামচিত “, “স্বপ্নবাসবদত্তা”, “অভিজ্ঞান শকুন্তলম” প্রভৃতি নাটকের প্রভাব কোনোক্রমেই গোপন থাকেনি।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রবাহমান ধারায় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর আর্থভাষা গোষ্ঠীর যে গুরুত্ব রয়েছে সেই গুরুত্বের মধ্যে বেদ-উপনিষদ- পুরাণ- রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী সমৃদ্ধ সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের আদর্শ ও প্রভাব পুরোপুরিই বজায় রয়েছে। মধুসূদনদত্ত

সহপরিবর্তী বাংলা নাট্য সাহিত্যের আলোচনায় ও এ সত্য অবশ্যই পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। আজকে আধুনিক নাট্য আন্দোলনের উত্তাল যুগেও বাংলাদেশের ঢাকার মহিলাসমিতি মঞ্চসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নাট্যগোষ্ঠী বিভিন্ন মঞ্চে যে সব বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করেছেন সেখানেও পুরাণ- রামায়ণ- মহাভারতে কাহিনী সমৃদ্ধ সংস্কৃত নাটক ও বাংলা নাটকের প্রাথমিক আমলের নাটক সমূহের নতুন আঙ্গিকে পুনঃ প্রচার যে হচ্ছে তা লক্ষ্য করলেই দেখতে পাওয়া যায়। হয়তো এ প্রভাব ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে কিন্তু এখনো যে বিলীন হয়ে যায়নি এ কথা অস্বীকার করা যায়না



**Medical Specialists**  
Paediatrician  
Geriatrician  
Cardiology

**Specialist Nursing Services**  
Diabetes Education  
Men's Health  
Women's Health  
Aged Care

**Allied Health Services**  
Physiotherapy  
Sports Physiotherapy  
Exercise Physiology  
Podiatry  
Psychology  
Australian Hearing  
Chiropractor

**Languages Spoken by our GP'S**  
English  
Farsi  
Hindi  
Bengali  
Arabic  
Urdu  
Punjabi

**Located at the new Craigieburn Central Shopping Centre next to the 24hr Discount Chemist**

Shop DOO-02  
340 Craigieburn Road  
Craigieburn 3064

T 8339 4555  
F 9303 8220



**General Practitioners Bulk Billing**

**Opening Hours**  
Monday – Friday 9am – 9pm  
Saturday – Sunday 9am – 6pm  
Public Holidays 9am – 6pm

Craigieburn Central Medical Centre is a locally owned General Practice, designed to meet the needs of people living in Craigieburn and the surrounding areas. We offer a wide range of services in one location.

**General Practitioners**  
Dr. Jagannath Chatterjee  
Dr. Abdul Matin Talukder

**Female General Practitioners**  
Dr. Dora Shirin

Dr. Inam Khan  
Dr. Olthomame Sekhobe

Dr. Lutfun Nahar

Located at the Craigieburn Central Shopping Centre

**8339 4555**

[www.craigieburncmc.com.au](http://www.craigieburncmc.com.au)

## Sister Means Blissful Support

Naomi Deb (age 11 years)

When I think of my sister, I think of what she is to me? Aarohi is my friend, my supporter, someone who looks up to me and someone who wants to grow up to be just like me. My sister may show that she is mad at me but I know that on the inside she loves me deeply. There are so many memories that I make with Aarohi like the time we danced on stage together. Having a sister not only means you have somebody who cares about you but it also means that you are never alone or bored. So when I think of what my sister means to me I think of happiness and sunshine.

Most sisters fight over little things like an iPad or a drink.....etc, so does Aarohi and I. But after when I think of what I have done wrong and I get upset at myself thinking that I am just crazy for getting upset over something little. Before I start a fight with my sister, I wonder if what I am going to say is nice or appropriate. I know that a fight over something little may just break us apart for a while or forever. Fights are not always a big deal because the more you are closer together the more you fight over little things and that's okay because it just happens like it is just part of life.



When I leave my sister for a whole day/night or 3 days she always cries because she wants me to be there with her. When I leave her I always feel heartbroken, because I don't want to leave her crying, I want to leave her happy knowing that she

will not cry while I am gone. I know that one day we both will have separate lives and we will be far apart from each other. We both will have small chats with each other over the phone or in person. Before these happen, I want to be able to spend so much time quality and memorable time with her so when she gets older she will remember great memories with me.

Before bedtime when my sister come to my bed and give me the biggest hug of the day or she will call me asking for a hug or a kiss. Sometimes she sleeps with me because she feels safe and happy around me. When she sleeps with me in my bed all I can think of is what else I could do to make her respect me and love me with all her heart. When I think about these things I feel like I am the luckiest sister in the world. I wish that one day I can be an even better sister than now, I want to make her feel like she is the best sister to me so I start giving her things which I used to own. I know that I won't be able to buy her a Barbie set or something but the least I can do is give her is my love towards her.



Having a sister is never bad, I know because I have one. Sure we may fight over little things like a toy but that doesn't mean we cannot come back to each other. Leaving my sister when she is crying makes me feel really bad but since we are inseparable I know that i will never leave my sister. Bedtime is the best time for me, not because it is sleep time but because it

is hug time, kiss time or sister time. If you have a sister, make the most time with her because you never know when you have to leave for some reason so take the time now for sister. Once again, sister means heavenly support.



Drawing: Aarohi Deb (age 5 years)

**THE CENTRE OF EXCELLENCE**  
TOID: 3687 | CRICOS : 03512G

“The Centre of Excellence  
wishes  
**SHAROD SUVECHHA  
O OBHINANDAN”**

Melbourne | Adelaide | Geelong | Corio  
www.coe.vic.edu.au | info@coe.vic.edu.au

## The Fox and the Rabbit

Ipsita Mandal (age 8 years)

One day a fox was very hungry, so he chased all the animals in the village. The animals in the village were too fast and the fox could not catch them. He felt tired and annoyed of the fox chasing them over and over again. They wished things would change so they could live in peace.

As the fox continued to chase the village animals and he became weaker and slower day by day. One day a rabbit came out of the forest that was filled with flowers and a beautiful pond. The rabbit was very clever and brave and saw the distressed village animals walking around. She thought she might be able to help them and save them from the fox. The village animals begged the rabbit to help them. The rabbit said, "Yes, I will try my best, but the fox is very persistent. We will see what happens".

She tried to set up a few traps in the village. She set up a rope with some meat placed in the middle by the butcher's shop. Her plan did not work as the butcher got caught in the trap because he was looking for his missing meat. She tried another one in a park by some houses. The fox would usually chase around smaller animals in this park, so the rabbit placed a teddy bear near a tree. The fox saw the bear and thought it was bear that lost their parents and as he got closer, he realised it was just a toy. So he went away and the rabbit's plan did not work again.

The rabbit was running out of ideas and the village animals were getting desperate and they wanted to keep their children safe. She thought that putting traps in the village was not a good idea, so she decided to go somewhere the fox was not familiar with. That was her beautiful forest home. So, she

went to her house and set up a trap at the front door. The fox has never been here so he would not know what to expect. The rabbit was actually quite scared because the plan may not work, and the fox may wreck her burrow in the tree. Her home was very special to her because it took her a long time to build and she was very comfortable in it. Sometimes the bravest animals can also be the most scared because they sacrifice precious things.

When she finished thinking about her plan, she got into action and set up her trap. She went back to the butcher to actually ask him for some meat this time, to use for her time. She made sure there were not any children around to be hurt, because last time she did not think about that. Once she made her trap near her burrow in the forest, she set off to find the fox. The rabbit was very brave and confident, but also very worried.

After a few hours she found the fox. He was lying down very weakly, so she gave him some meat. The fox swallowed it straight away. The rabbit said, "I have two fat sisters and they are making chicken stew. Do you want to come?".

"Yes please", said the mouth-watering fox. He got up very excitedly and started following the rabbit. The village animals so how they fox did not chase the rabbit and were very surprised.

They both walked to her burrow in the forest. It took a while to walk to her house, and the fox started getting hungry again and the rabbit became scared. She tried to distract him by talking about the flowers and the pond, but the fox ignored what she was saying, and he asked, "Do you like rabbit in your stew?". The rabbit nervously laughed and said, "I don't know, I've never tried it".

When they got to the burrow, the rabbit said, "You go in first". The rabbit pulled the rope and the cage dropped on the fox. The rabbit got some hunter to follow her and

lead them to the fox. The fox was taken to the zoo and the village animals lived happily after.



Drawing by Ipsita Mandal (age 8 years)

## Princess and the Golden apple

Aditri Saha (age 6 years)

There was a princess name Rose. She went on a walk in the magical forest, she got lost in the forest after sometime. She got thirsty, she found a river and drink water from there. She didn't know that this is the witch's river. After drinking the water from the river she suddenly turned into a fish. She asked for help to a fairy, but the fairy couldn't break the spell. Suddenly she had an idea, it was to get the golden apple from the magical tree. The magical tree was in the dark castle, fairy slowly went into the castle and saw the witch standing infront of the magical tree. The witch captured her and put her in jail. Fairy used her wand and became small. She got out from the jail and got the golden apple for Princess Rose. Princess had a little bite of the golden apple and turns back to normal.

## Ally and the Magical Door

Mrittika Sarker (age 11 years)

In a colossal manor, rather distant from the city, lived a rich woman named Lora White. She had 4 maids, Sarah, Josie, Caitlyn, and the most diligent of all, Ally. The rest of the maids were sluggish and controlling. But Lora paid them more than Ally. Ally came from a poor family with barely enough food for money, and her job is enough to feed her 6 children.

Ally does most of the work. She does the laundry, makes the cooking, cleans all 35 bedrooms, and many more. She was worn-out and exhausted of all the work she had to do. "I wish I could just leave this nightmare." sighed Ally. The next chore was to water the rose garden. Fatigued, she carried a pot of cold water near the rose garden. But since she was tired, she dropped the pot of water. "Oh no!" she cried. "What can I do now? Lora is going to be furious! ".

As tears fell to the ground, a magical door appeared! It was covered in rose vines and embroidered with white patterns. There was a note lying on the ground, saying, "Make three wishes and enter the door.". Ally wondered if the door can work.

"I guess I should have a go." assumed Ally. "I wish that I can have my own manor with a lake and a garden. I wish for my children to have loads of clothes, food, and happiness. Last but not least, I wish to teach those maids a lesson."

She entered the door with hope. Suddenly, everything turned into a mist. She woke up in a big royal bed. Looking everywhere, she realized her prayers were heard. She walked around the manor, all shocked. Then, she saw all of her kids in the humungous dining hall. Their plates were

filled with delicious breakfast meals. She went over to the laundry and saw Sarah, Josie, and Caitlyn all working. Their tired faces made Ally beam with joy.

Her life became more easy and happy when her wishes were true. All of her children graduated and studied hard.

**MORAL: IF YOU WORK HARD,  
YOU WILL ACHIEVE YOUR  
DREAMS.**



Painting by Soha Roy (age 11 years)



Painting by Shruti Roy (age 8 years)



## Saesha's Magical Icecream

Saesha Ghosh (age 8 years)

There was a girl named Saesha. She lived in a beautiful big house with lots of plants and grass all around. She lived there with her family, her mummy, daddy and her little brother Partho. Their neighbor had a puppy named Pebble. She loved pebble like her own pet and pebble also loves to play with her.

On the father's day morning Saesha wanted to surprise her daddy when he wakes up from sleep. She sets up a surprise for her daddy, then she wakes her daddy up from sleep. When daddy is up she said "daddy I have got a surprise for you". We will be making some magical ice-cream, and when we eat the icecream together the sun and the moon will rise at the same time she explained;

After daddy freshen up and they had breakfast together. After the breakfast they started to prepare the magical icecream. Once finished the preparation of the magical icecream they sat down together and ate the ice cream and came outside to see the sky and they found out the sun and the moon in the sky at the same time it really a magical moment. They had a great time enjoying the icecream.



# মহামায়া

ঝুমুর রায়

হে মহামায়া

তোমার শক্তির মহিমায়

দূর কর সব দন্দ-বিভেদ।

তুমি আসো মা,

আসো তুমি সকল আলো নিয়ে

হয়ে যাক সব স্বচ্ছ ও সুন্দর।

সরে যাক সব অন্ধকার

উঠছে বেজে মঙ্গল শাঁখ

চারদিক---

অপেক্ষার অবসান হলো বলে

হয়ে গেছে শুরু অকাল বোধন –

তোমার জন্য

একশ আটটি নীল পদ্ম সজ্জিত।

আসো তুমি

দিয়ে যাও তোমার

অশেষ আশীর্বাদ।

মঙ্গলের ছোঁয়া লাগুক সবখানে।

# My Trip to the Great Barrier Reef

Shruti Roy (age 8 years)

At school we learnt about the Great Barrier Reef. I had always wanted to see the Great Barrier Reef in the real world but since we were too busy, my Dad said we would have to wait and go next year. In my dreams I would always think of swimming there and seeing the colorful coral, fish and feeling the bright sunshine. I just couldn't wait to go there.

One day, on a sunny afternoon at school, we were learning about the Great Barrier Reef. Our Activity was drawing the Great Barrier Reef and writing a paragraph about it. When we were about to start the Activity, the office reported through the speaker that my Sister and I had to pack our bags, and that our Dad was waiting for us. So we packed our bags and went to the office. I was annoyed that I couldn't do the Activity. When we arrived at the office, my Dad was talking with the Principal. In the car I asked my Dad why we were going home early. He said to wait until we got home. When we got home I saw suitcases in front of me, which could only mean one thing, we were going to the GREAT BARRIER REEF!!! We went to bed early so that we would have enough energy for the next day's journey..

In the early morning we dressed quickly and went to the Airport. Another surprise was waiting for me at the Airport. My friend Aarohi and her family and also my Uncle and Auntie were coming as well! It took a three hour flight to get there.

We travelled to beaches, sky rails and other places. After a few days we went to the Great Barrier Reef. We went on a big boat. In the boat we had to go barefoot because the bottom of the boat was wet. It was a bit disgusting for me at the start but slowly I was enjoying it. The Captain of the boat told us a bit about the marine life and some safety tips. After a few minutes of listening, we got to look around the boat. There was a platform that went up as well.

I sat down and decided to rest when suddenly I started feeling seasick. After minutes of waiting, the boat stopped and we went scuba diving to see the coral! When we were putting on our swimsuits and goggles I suddenly felt very sick, like I was going to throw up. The same thing happened to my Sister and my Mum. I couldn't go swimming! So I stayed on the boat with my Mum and Sister. Eventually, after a long time, my friend came back so we could play. After my friend got dried, we started feeding the fish some prawns. Then we went on a small boat with a glass floor so that you could see the coral. It was colourful and shallow.

At the very end we went to a small island in the middle of the ocean. I was a bit scared because they said that sharks were around. Aarohi and I decided to build a sandcastle but there was too much water, so we decided to swim. While we were peacefully swimming, it started to rain heavily. We called for the boat to come back. The boat came to get us. When we were on the way back, Aarohi and I decided to play tag but we became too dizzy. So we just lay down and watched the ocean.



Finally we arrived at our rented home. Before we left the boat, we took a picture with the crew outside of the boat to keep for a memory of the day. I will always remember the day I spent at the Great Barrier Reef forever. The most amazing holiday I have ever had!



## The cheater

### Sapneil Sarker (age 9 years)

On one school day we had sport for session and we had to do 5 laps around the school when the coach said 3 2 1 everybody started to run.

When everybody came back I was the first one to finish all 5 laps first then the coach said we will be doing 10 laps next week then he said class dismissed so everyone went back to their classroom.

When it was next class this boy came up to me his name was Jamie he said that we were doing 5 laps today I said what I thought we were doing 10 laps today okay I guess I would do 5 laps at class today.

When it was class everybody started to run then I did 5 laps then the coach said why did you stop I thought we were doing 5 laps today well were not were doing 10 laps today well you better be running because everybody is almost done I think lap I think.

When it was over Jamie was 1<sup>st</sup> and I was 3<sup>rd</sup> I was about to tell what Jamie did but he said class dismissed so everybody went.

When I went home I was really sad why did he trick me like that I was thinking why he did that and I thought that maybe because I won last time and next week we have a test with 10 sums so I think he will trick me this time so I can't let that happen.

So when it was next week I went to my locker and Jamie came up to me and said I know all the exam answers so he told me and I thought half were right and half were wrong.

So when it was exam time we had 3 minutes to complete the exam the teacher said 3 2 1 go and everybody started.

When everybody finished I handed out my work and I got 5 out of 10 and Jamie got 10 out of 10 I can't believe I let him trick me.

When I went home I said to myself okay that's it I am going to use my brain at the test that has 20 sums so when it was time for the big test I was at my locker and Jamie came up to me and said all the fake answers in the test as always and I ignored him.

When it was class time we had to do the 20 sums in 5 minutes when the teacher said go everybody started while I was using my brain Jamie was rushing so much he got a answer wrong.

When the exam finished I got 10 out of 10 and Jamie got 9 out of 10 he got so mad he accidently yelled out WHAT I THOUGHT I TOLD YOU THE WRONG ANSWERS then everyone was shocked.

Then I told Jamie that I used my brain and I wasn't rushing then the teacher got really mad she sent him to the principal's office and the principal gave him a lot of homework because he was suspended for 2 weeks and in those 2 weeks he has to do the homework and he promised to not cheat again and then I was happy.

**Moral: Cheating is bad**

## Netball

Soha Roy (age 11 years)

The sport that I love to play is Netball.

Currently, I'm playing on a netball team called the Shooting Stars. My sister is also playing on this team. I've been playing on this team for about seven months. Before playing netball, I had no clue or interest for the game. But after seven months of playing the game, it has changed my mind.

I remember the first day I played Netball. I had no idea of how to play and I had to play against another team. I was freaking out, because first of all, I had no idea of how to play netball and secondly, I didn't know any of my teammates. Just great! Then I got another bit of bad news, we were two players short. My teammates told me that there were supposed to be seven players on a team.

The game started and my sister and I were puzzled. Everyone was running towards where the ball was going. So I decided to not just stand there, I went to where the ball went. That day we lost, but it was fine because that game didn't count as a real game. It was just a trial game. I was so overwhelmed, but at the same time, I was excited to play the next game, even though I didn't know the rules of the game.

Every Monday we had netball training to help us improve on our skills and every Friday we played against another team. I started to learn all the rules and positions of netball and week by week, I got better and better. Slowly my teammates and I started bonding together. Every week we played against a different team. We became a great team that had jelled together perfectly.



Each week we played against a different opposition team and they all had a different skill level. It was a challenge for us every week. Each of us knew what to do and what we needed to work on. I practiced the netball drills at home with my sister to expand on our techniques. My parents always told me that "Practice makes things better" and "Alone we can do so little, together we can do so much".

I couldn't believe that in seven months we had improved so much as a team. We all became good friends and a great link formed between us, which helped us to enjoy the game and make it perfect. Every week I eagerly waited to do practice and play the game. We won most of the games. It's all about teamwork and friendship. A big thanks to our coach who trained us every week.

Before we knew it, WE HAD WON A PREMIERSHIP!



## পুজোর স্মৃতি পপি ঘোষ

পুজো মানে শিশির ভেজা ভোর

মহালয়ার আগমনী সুর

আধোঘুমে শোনা চন্ডীপাঠ,

শিহরিত প্রাণ,

মাতৃবন্দনার সুর সুমধুর।

পুজো মানে মায়ের হাতের

নতুন গুড়ের গন্ধমাখা

মুড়কি নাড়ু মোয়া,

নতুন জামা নতুন শাড়ি

অাচল ভরা শিউলিফুল

কাশবনে শরতের ছোয়া।

পুজো মানে উৎসবমুখর পাড়া

শহর জুড়ে সাজো সাজো রব,

রঙ্গিন তোরণ আলোর মেলা

হাজার কলরব।

পুজো মানে পুষ্পাঞ্জলি ভোগের প্রাসাদ,

সন্ধ্যা আরতিতে ধনুচি নাচ,

বিজয়ার সিঁদুর খেলা,

প্রনামীতে মিষ্টিমুখ

সম্প্রীতির আলিঙ্গনে

আগামীর অপেক্ষা।



# My Hawaii Trip

Labonya Paul (Dea) (age 13 years)

Hi my friends, couple of years back I travelled to Hawaii and Maui, I have some interesting stories to share with all of you. So my stories start from day 1.

## Day 1

We all landed in Hawaii, I was so excited because I love warm weather but we had to wait in the airport for the taxi to come. There were more friends that came with us, so my mum had to go with the ladies bus and my dad and I went in a taxi with some other friends. We were driving to our lovely hotel Sheraton and while, it was so dry it looked like it hadn't rained in ages. Midway through our Journey it was like a rainforest, green everywhere. Finally when we all reached our hotel, it was so beautiful and there was 0% chance of any cold wind. It did take a long time getting our rooms but at the end after some time we did. We didn't get a top floor but it was still high. I was raging to jump in the swimming pool but it was closed. It was night time and we got invited to come down to swimming pool, where the light show was happening on the pool, it was very nice and we took lots of photos and we even played in the dark, where everyone was talking including my mum and dad. After their talk finished we went to the shopping centre to have dinner. It was so delicious, Jasmine rice and prawn "yummy," we had that dinner we went straight to our room and flopped on the bed. ZZZZZ.



## Day 2

I woke up in excitement because I wanted to splash in the swimming pool, but there was a lot of things to do before we all went to the swimming pool. We all went down to the breakfast area and had our breakfast. But still we couldn't go to the swimming pool because every parent had a conference to attend, so all the kids had to stay somewhere else. We got the chance to feed the Koi fishes in the pond next to the hotel. After the parents came out we went for shopping. After that long shopping we went back to the hotel to have lunch, to be honest the foods are amazing. We went

back to our room and took some rest before we go to a bus ride to explore the city. We all got up, got ready, ate some snacks and went down to the lobby for the other people to come with us. After everyone came then we all headed towards to the bus stop, suddenly a red double-decker bus appeared. We all stepped on to the bus and went to the top floor. It was very nice, after a long ride we decided to shop some more and by the time we reached to the shops, I was already tired and thirsty so we had to rush our shopping and went straight way to the hotel by bus. When we got there we had dinner and went to our room and crashed on to our beds and fell fast asleep. ZZZZZZZZ.

## Day 3

I woke up excitedly and was hoping that we can go to the swimming pool because I have been begging to go the pool. We went to the lobby area dressed in my swim suit ready to jump in the pool. While we were walking towards the pool, then some our friends joined us. Together we splashed in pool but there was we weren't allowed to go to the deep side of the pool so we had to stay in a small space. But we found out that the deep side is not dangerous for us, we also went on the waterslide it was epic and big, we even played games in the pool. The one funny thing was that we were in the pool 24/7 it was like we live in the pool because we had pizza for lunch so we ate it by the pool, after we finished eating we would jump back into the pool. After that whole day in the pool we all got out of the pool and got ready for dinner. After dinner we went down to the lobby for ice-cream, it was biggest que in the world so I had to team up with someone. The ice-cream was delicious but it was melting everywhere but we managed to stop it from dripping. After that we took lots of photos and enjoyed that night very nicely. By the time everything finished it time for go to sleep, as soon as we went to our room and didn't take a second of time to fall asleep. ZZZZZZZZ.



## Day 4

Another exciting day was day 4. My aspiration of being in the swimming pool for the whole day was fulfilled and had lots of fun.

## Day 5

I woke up much surprised, I saw my mum and dad packing everything as if we are going back to Australia. But while we were having breakfast I heard we weren't going back we were going to Maui. I was excited. We headed towards the airport, we had a great time in Hawaii. Wow, we came out of airport and it was so hot and humid and when I looked outside it was not tropical how I expected it to be, it was so dry. Anyway my mum had to go to the ladies bus and my dad and I went on a taxi with some other friends. Finally we reached our resort Grand Wailea. It was so big, bigger than the Hawaii one. By the time we went there was no time to go the swimming pool, so we went to our room got changed and went for lunch. After lunch our parents had to go to a meeting so I had to stay in another room with my friends. We had fun we played lots of games. Soon my parents and me came back to our room and fell asleep. ZZZZZZZZ.

## Day 1 of Maui

I woke up excitedly ready to jump in the swimming pool, I got ready and went down to the swimming pool and some friends joined us. When we got there the swimming pool was epic and way bigger than the Hawaii one, there were so many activities. Tarzan Swing, Lazy River, Big waterslide, 4 small waterslides and The Water Elevator. We tried every activity and it was so fun, we even played hide and sick and tag. When it was lunch time we would get out of the pool and eat on a bench and when we finished we would again jump in the pool again until it was time for us to get out of the pool. We got dressed, had dinner and went to sleep. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.

## Day 2 of Maui

I woke up in excitement, jumping up and down to go to the swimming pool. But my parent and other people had something else in mind that we were going to the submarine. I was more excited, soon we headed toward the taxi. Finally we reached there, we had to wait for our batch. So we decided to do some shopping. After we came back we saw it was our turn so we got on the boat and it took us to the submarine because the submarine cannot be on shallow water. We all one by one in the small hole and when everyone was in then the people closed the hole, then slowly the submarine went down. We saw lots of fishes even a sunken ship. Soon the submarine ride was over and we enjoyed it, we decided to eat lunch in a restaurant, it was yummy. We came back to the resort and dashed into our room to quickly get changed into our swimming gear. We went to the pool and jumped and had a blast time there with my friend, after we got out of the pool and got dressed to have dinner. After that we went back to our room and fell into a deep sleep. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.



## Day 3 of Maui (Last day of our Holiday)

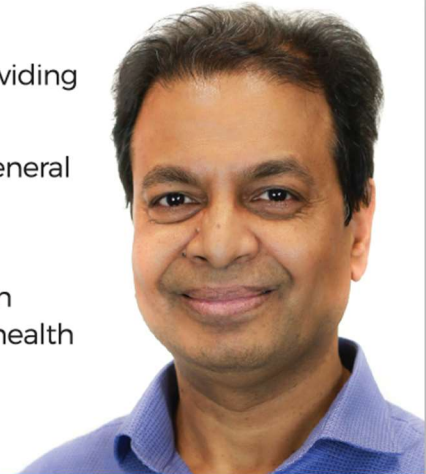
I was tired and sleepy, I was wondering that why my parents woke me up at 4:00am in the morning, the worst thing was my parents was packing their bags fully. Then I heard that we were going back to Australia, I was really sad but then one day this had to come and come back to our sweet home. We have arrived to the airport and about to go on the plane. I felt really thankful and grateful for my mum and dad for bringing me in this amazing trip by their hard work, so at the end I gave them a hug and said thank you.

Doctors of Northcote is a conveniently located clinic providing the highest quality medical care for your whole family.

Dr Ratan C Mandal MBBS, FRACGP is an experienced general practitioner and has been at Doctors of Northcote since 2011.

Dr Mandal has a special interest in dermatology and skin checks, paediatrics, travel health, geriatrics and mental health plus all aspects of general practice.

He welcomes new patients.



**OPEN  
7 DAYS**

**Mon-Fri** 8am-8pm  
**Sat-Sun** 9am-5pm

Book your appointment online  
[www.doctorsofnorthcote.com](http://www.doctorsofnorthcote.com)

Phone **9481 1214**  
295 High St, Northcote

## Random Midnight Thoughts

Debannita Ghosh

When you are completely alone in the middle of the night in your own house, what do you usually do??- I think most of the people would give the similar answers in this time- scrolling through Facebook...!!! or some people would say reading books or some would go to sleep straightway after a tiring day. Some would however, spend the whole night thinking about their next day plans, future, security etc. etc.

In this robotic working environment, I think people get less opportunity to enjoy the beauty of the nature, the silence in the middle of the night. The beauty appears more mystical in the night of the full moon. I usually listen to music with my earphones on at this time particularly, try to sing along or dance while sitting on the bed!!!! A bit weird, I know...!!! But when I don't listen to music, I like to think about the places I am here now, my journey, the experiences I have acquired over the time I have spent here. If I could have the chance to go back to my older self a year ago, I wouldn't say anything but assure me- 'Everything is going to be alright, you will be fine.' We always feel insecure and low about ourselves doing mistakes and judgement from others but, we always forget that making mistakes will make you wiser over the time. It sounds dramatic, but in Australia, nothing waits for anything. A few years ago, I couldn't even think of staying 1 or 2 weeks away from my parents. I and my little brother always have been bubble wrapped by their overprotective love and affection. It has always been shown and explained to us that outside is full of dangers, only criminals are real. However, in this country, meeting people from different cultures and listening to their

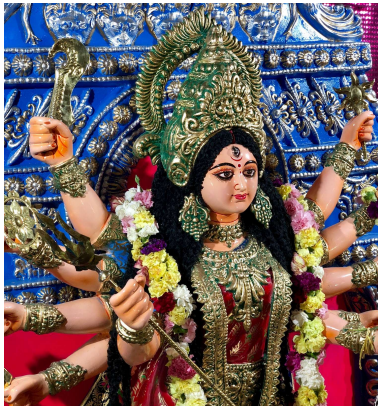
thoughts and experiences, it was vivid that the world is not a bad place at all!!! It is the experience of different people that creates different influence on others' opinions.

I believe there is a pattern and a reason for every action in this world. I was reading a post from Facebook written by Dr. Abdur Noor Tushar, a popular TV host in Bangladesh, describing how he used to save his pocket money by walking from Mirpur to Bakshibazar, despite hailing from an affluent family. One day he got really annoyed with some rickshaw pullers' attitudes and excuses of charging higher rates. After walking a long distance (don't know how many kilometers he walked that day) he saw a hungry beggar asking for money so that he could buy foods. He had only 10 takas in his pocket and of course without thinking, he bought some foods for him. He realized that that day, he couldn't find any vehicles because the Almighty wanted him to help that poor guy. There have always been some connections among the jobs we do. We just have to be able to recognize those connecting points and reasons and keep doing our work.

Before coming here, I couldn't even think about living all by myself, let alone cooking. Now, I want to spend more time in my own place than any other place. This country has given such wonderful experiences that are still helping me to overcome my insecurities and fears. After a year and a half, in this culturally diverse country, one thing I understood is that one may be able to do a better job within own comfort zone. However, everyone would do be able to give their best if he or she is able to push themselves enough out of those zones. I believe that my experiences are not different from others who chose to start a new era of their lives in a new place.

## Last year at a glance

### Durga Puja 2018



### Kali Puja 2018



### Saraswati Puja 2019





**Boishakhi Mela 2019**



**Janmashtami Celebration 2019**



## Committee 2019-2020

### Management Committee 2019-2020

**President:** Mr Chapal Choudhury  
**Vice President:** Mr Subrata Roy  
**General Secretary:** Mr Kapil Deb  
**Treasurer:** Mr Premankur Roy  
**Cultural Secretary:** Mrs Prajapoti Roy  
**Member:** Mr Ashim Chakraborty  
**Member:** Dr Bikash Choudhury  
**Member:** Mr Henry Sebastian  
**Member:** Mr Prabir Chowdhury  
**Member:** Dr Ratan C Mandal  
**Member:** Mrs Sandhya Chatterjee  
**Member:** Mr Sanjib Saha  
**Member:** Mr Sujoy Ghosh  
**Member:** Mr Suranjit Saha

### Organising Committee 2019-2020

#### A) Food and Beverage Committee

- Dr. Ratan Mondal (team leader)
- Mr. Sanjib Saha
- Dr. Bikash Chowdhury
- Mr. Henry Sebastian

#### B) Cultural Committee

- Mrs. Prajapoti Roy(team leader)
- Mr. Sourav Das
- Mrs. Rumpa Roy
- Mr. Sukanto Dutta
- Mrs. Kakali Chowdhury
- Mr. Subhajit Chattopadhyay

#### C) Decoration and transportation Committee

- Mr. Subrata Roy (team leader)
- Mr. Sanjib Saha
- Mr. Dharmendra Pandey
- Mr. Kapil Deb
- Mr. Anup Das

#### D) Publication and Magazine Committee

- Mr. Suranjit Saha (team leader)
- Mr. Sourav Das
- Mr. Sujoy Ghosh




# SPUVIC Events 2019

January						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

February						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		

March						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

April						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	
28	29	30				




May						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

June						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

July						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

August						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
	26	27	28	29	30	31

September						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	
29	30					

October						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10		
	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	
27	28	29	30	31		

November						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

December						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

## SPUVIC events in 2019

27th Feb.	Saraswati Puja	28th Sept.	Mahalaya	13th Oct.	Durga Puja Sunday
20th Apr.	Noboborsha (Bangla 1426)	11th Oct.	Durga Puja Friday	26th Oct.	Kali Puja
25th Aug.	Krishan Janmastami	12th Oct.	Durga Puja Saturday		

## Public holidays 2019 Australia

1st Jan.	New Year's Day	19th April	Good Friday	10th June	Queen's Birthday
26th Jan.	Australia Day	20th April	Easter Saturday	25th Dec.	Christmas Day
28th Jan.	Substitute day	22nd April	Easter Monday	26th Dec.	Boxing Day
		25th April	ANZAC Day		

[www.spuvic.org](http://www.spuvic.org)

# SPUVIC Events 2020

January						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

February						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

March						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

April						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

May						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

June						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

July						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

August						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

September						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16		18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

October						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29		

November						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

December						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

## SPUVIC events in 2020

1st Feb.	Saraswati Puja	17th Sep.	Mahalaya	1st Nov.	Durga Puja Sunday
18th Apr.	Noboborsha (Bangla 1426)	30th Oct.	Durga Puja Friday	14th Nov.	Kali Puja
15th Aug.	Krishan Janmastami	31st Oct.	Durga Puja Saturday		

## Public holidays 2020 Australia

1st Jan.	New Year's Day	10th April	Good Friday	8th June	Queen's Birthday
26th Jan.	Australia Day	11th April	Easter Saturday	25th Dec.	Christmas Day
27th Jan.	Substitute day	13th April	Easter Monday	26th Dec.	Boxing Day
		25th April	ANZAC Day	28th Dec.	Substitute day

[www.spuvic.org](http://www.spuvic.org)

Event

সনাতন ধর্ম ও বাঙালী সংস্কৃতির  
গর্বিত উত্তরাধিকারী, একনিষ্ঠ পূজারী

Proud inheritors and devoted worshippers  
of Sanatana Dharma & Bengali cultures





**SPUVVIC**

Sarbojanin Puja Utsav of Victoria